জেজুরের মিত্র-বংশ

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র বর্ম্মা প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান :—
বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা
৫নং ললিত মিত্র লেন, কলিকাতা

জেজুরের মিত্র বংশ।

(হুগলী জেলার অন্তর্গত জেজুর গ্রামের প্রসিদ্ধ
'মিত্রবংশের' সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, সন ১০৫০
সাল হইতে সন ১৩৪০ সাল পর্য্যন্ত)

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র বর্ম্মা প্রণীত

প্রাপ্তিস্থান
এস, মিত্র এণ্ড কোম্পানী
২নং কালী লেন, কালীঘাট
ও
শ্রীভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা
"বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভা"
৫নং ললিত মিত্র লেন, শ্যামবাজার,
কলিকাতা
১৩৪০

প্রকাশক—
শ্রীসুধীরকুমার মিত্রবর্ম্মা।
"বিশ্বম্ভর-ধাম"
জেজুর।

মূল্য—আট আনা মাত্র

(বিক্রয়লব্ধ অর্থ "মিত্রবাটী হিতকারী সমিতি"তে দেওয়া হইবে।)

প্রিণ্টার—শ্রীপূর্ণচন্দ্র দত্ত
"নলিনী প্রেস"
২৫নং বাগবাজার ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

উৎসর্গ

পরমারাধ্য পরমপূজনীয় পূজ্যপাদ

পিতৃদেব



শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্রবর্ম্মা মহাশয়ের

করকমলে—

শ্রীসুধীরকুমার মিত্রবর্ম্মা

"আশুতোষ মিত্রের বংশাবলী"

প্রথম পর্য্যায় হইতে সপ্তবিংশতি পর্য্যায় পর্য্যন্ত

(নিজ তালিকা)

১। কালীদাস মিত্র।
২। শ্রীধর মিত্র।
৩। ভগবান্ (শুক্তি ?) মিত্র।
৪। সৌভরি মিত্র।
৫। হরিদাস মিত্র।
৬। সোমনাথ মিত্র।
৭। কেশবানন্দ মিত্র।
৮। মৃত্যুঞ্জয় মিত্র।
৯। দুই মিত্র (বড়িষা সমাজ)।
১০। নিশাপতি মিত্র।
১১। লম্বোদর মিত্র।
১২। কুবের চন্দ্র মিত্র।
১৩। নৃসিংহ মিত্র।
১৪। অনুরাত্র মিত্র।
১৫। জগদানন্দ মিত্র।
১৬। কেশবানন্দ মিত্র।
১৭। গোবিন্দরাম মিত্র।
(জেজুর সমাজ)
১৮। রামচন্দ্র মিত্র।
১৯। নন্দরাম মিত্র।
২০। হরেকৃষ্ণ মিত্র।
২১। জগন্নাথ মিত্র।
২২। শ্রীদামচন্দ্র মিত্র।
২৩। বিশ্বম্ভর মিত্র।
২৪। রাধা রমণ মিত্র।
২৫। আশুতোষ মিত্র।
২৬। সুধীর কুমার মিত্র।
২৭। পঙ্কজ কুমার মিত্র।

নিবেদন।

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিং।
যৎ কৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণ চৈতন্যমীশ্বরং ॥

নিজের পিতৃপুরুষদের কথা বলিতে বা শুনিতে ভালবাসে না—এরূপ লোক খুবই বিরল। বর্ত্তমানে, কিন্তু আমাদের পিতৃ-পিতামহ-গণ কোন স্থানে, কি ভাবে, কোন সময়ে আবির্ভূত হইয়াছিলেন—তাহার বিষয়ে অনেকেই সম্যক্ কিছু অবগত নহেন। বৈদেশিক ভাবের ধাবা ক্রমশঃ আমাদের যে ব্যক্তিত্ব-হীন করিয়া ফেলিতেছে তাহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। পূরাকালে, পিতৃ-পিতামহের কোলে বসিয়া, শিশুগণ পিতৃমাতৃ কুলের পূর্ব্বপুরুষদিগের নাম, তাঁহারা কি জাতি, সে জাতির লক্ষণ কি, সে জাতি কতদিনের, তাঁহারা কি কার্য্য করিতেন প্রভৃতি জ্ঞাতব্য বিষয়গুলি শিক্ষা করিত। বর্ত্তমানে কিন্তু সে ধারা পরিবর্ত্তিত হইয়াছে এবং তাহার ফলস্বরূপ—আমরা আজ পিতৃ-কুলের কোন পরিচয়ই দিতে পারি না। এই অভাব দূরিকরণার্থে, আমার পরমারাধ্য পূর্ব্বপুরুষ-গণের সম্বন্ধে, যাহা জানিতে পারিয়াছি, তাহার কিঞ্চিৎ মাত্র আভাস এই পুস্তক মধ্যে সাধ্যমত লিপিবদ্ধ করিবার চেষ্টা করিয়াছি। আমি সঙ্কলন-কালে যে আনন্দ পাইয়াছি, পাঠকগণও পাঠকালে সেই আনন্দ পাইবেন—এই আশা রাখি।

বহুদিনের পরিশ্রম ও অনুসন্ধানের ফলে গ্রন্থখানি প্রকাশিত হইল। যদিও এই কাহিনীর সহিত বাহিরের কোনও সংস্রব নাই—তবুও আমি বিশ্বাস করি যে প্রত্যেক বংশের পূরাকালের ইতিহাসের দ্বারায় তৎকালীন ঘটনাবলীর কতকাংশ জানা যায় এবং ভবিষ্যৎ ঐতিহাসিকের উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণের জন্য ইহা বিশেষ ভাবে সহায়তা করে, এক্ষণে জেজু-

রের মিত্র-বংশীয়দের এবং পাঠকদিগের, এই পুস্তক কোনপ্রকার প্রয়োজনে আসিলে, আমি শ্রম সার্থক বোধ করিব।

পরিশেষে, মদীয় অন্যতম পিতামহ কবিবর রাধামাধব মিত্রের হস্ত-লিখিত 'তোমার কথা' শীর্ষক পুস্তকখানি তদীয় কনিষ্ঠ পুত্র ৺শশীগুণাকর মিত্র আমাকে দেখিতে দিয়া যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন এবং বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা মহাশয় এই গ্রন্থ প্রকাশে বিবিধ প্রকারে সাহায্য করিয়া আমাকে কৃতজ্ঞতা পাশে আবদ্ধ করিয়াছেন।

"বিশ্বম্ভর-ধাম"
জেজুর—হুগলী
১০ই পৌষ ১৩৪০

শ্রীসুধীরকুমার মিত্র বর্ম্মা।

"The boast of heraldry, the pomp of power,
And all that beauty, all that wealth ever gave,
Awaits alike the' inevitable hour—
The paths of glory lead but to the grave.

... ...

Full many a gem of purest ray serene,
The dark unfathom'd caves of ocean bear.
Full many a flower is born to blush unseen
And waste its sweetness on the desert air"

Gray



কায়স্থজাতির আদিপিতা

শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্ত দেব।

কালীদাস মিত্রের পূর্ব্বপুরুষগণ

১। নারায়ণ (হিরণ্যগর্ভ), ২। তৎপুত্র ব্রহ্মা (নারায়ণের নাভিপদ্ম হইতে), ৩। তৎপুত্র শ্রীশ্রীচিত্রগুপ্তদেব (ত্রেতাযুগে ব্রহ্মার কায়া হইতে লেখনী ও ছেদনী হস্তে বহির্ভূত হন, ইনি 'কায়স্থ' জাতির আদিপুরুষ— "কায়েন তিষ্ঠতি যঃ স কায়স্থ"), ৪। তৎপুত্র জাতিমন্ত, ৫। তৎপুত্র প্রদীপ, ৬। তৎপুত্র চিত্রাঙ্গদা (ইনি চিত্রকূট পর্ব্বতে রাজা হন ও গৌতম ঋষি ইহার জাত কর্ম্ম করেন), ৭। তৎপুত্র চৈত্ররথ, ৮। তৎপুত্র চিত্রভানু, ৯। তৎপুত্র চিত্রশিখণ্ডী; ১০। তৎপুত্র সোম, ১১। তৎপুত্র বেন, ১২। তৎ-পুত্র ভদ্রবাহু, ১৩। তৎপুত্র বিশ্ব, ১৪। তৎপুত্র সুবল, ১৫। তৎপুত্র বান, ১৬। তৎপুত্র রুদ্র, ১৭। তৎপুত্র রুদ্রাসন, ১৮। তৎপুত্র গালসেন, ১৯। তৎপুত্র গিথুন, ২০। তৎপুত্র ভদ্র, ২১। তৎপুত্র ভদ্রবাহু, ২২। তৎপুত্র অতিবাহু, ২৩। তৎপুত্র বীরবাহু, ২৪। তৎপুত্র হরিবাহু, ২৫। তৎপুত্র হর্ষ ২৬। তৎপুত্র সত্য, ২৭। তৎপুত্র সিন্ধু, (সিন্ধু রাজ্যের স্থাপনকর্ত্তা), ২৮। তৎপুত্র নিত্য, ২৯। তৎপুত্র ইন্দু, ৩০। তৎপুত্র অগস্ত্য, ৩১। তৎপুত্র অগ্নিদেব, ৩২। তৎপুত্র শৃঙ্গব, ৩৩। তৎপুত্র আপস, (কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে কর্ণ কর্ত্তৃক নিহত হন), ৩৪। তৎপুত্র ক্রতু (শত যজ্ঞকারী), ৩৫। তৎপুত্র হবির্ভূর্জ (সূর্য্যবংশীয় রাজা ও সঞ্জয়ের সখা), ৩৬। তৎপুত্র দেব, ৩৭। তৎপুত্র লেখ, (ইনি প্রজাপতি আখ্যা প্রাপ্ত হন), ৩৮। তৎপুত্র মিত্র, ৩৯। তৎপুত্র বজ্র, ৪০। তৎপুত্র দাশরথি মিত্র, ৪১। তৎপুত্র কালীদাস মিত্র (ইনি আদিশূরের সভায় কনোজ হইতে বঙ্গে আসেন, এবং বঙ্গদেশে 'মিত্র বংশের' ইনিই স্থাপনকর্ত্তা)।—মহাভারত আদিপর্ব্ব ৯৪।৯৫

জেজুরের মিত্র বংশ



প্রথম অধ্যায়

পূর্ব্বাভাষ।

প্রায় হাজার বৎসর পূর্ব্বে, বঙ্গদেশে মহারাজ আদিশূর বাঙ্গালার সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন। তখন বৌদ্ধধর্ম্ম-বিপ্লবে বাঙ্গলার বৈদিক ধর্ম্ম একপ্রকার লুপ্ত হইয়াছিল। আদিশূর বৈদিকধর্ম্ম পুনরায় বাঙ্গলা-দেশে স্থাপন করিবার জন্য ও পুত্রেষ্টি যজ্ঞানুষ্ঠানের জন্য কতিপয় ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের আবশ্যকতা অনুভব করিয়াছিলেন এবং কান্যকুব্জাধিপতিকে কতিপয় ব্রাহ্মণ এবং ক্ষত্রিয় প্রেরণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিলেন কারণ কান্যকুব্জ তখনও বৌদ্ধধর্ম্মে কলঙ্কিত হয় নাই। প্রথমে কান্য-কুব্জাধিপতি বঙ্গে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় প্রেরণ করিতে অস্বীকার করেন পরে তিনি পাঁচজন ব্রাহ্মণ এবং পাঁচজন ক্ষত্রিয় এই দশজন দ্বিজ প্রেরণ করেন। ঘটকচুড়ামণিদের কারিকা গ্রন্থে তাহা নিম্নলিখিত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে।

"আদিশূরো মহারাজঃ পুত্রেষ্টিং সমনুষ্ঠিতঃ।
তদর্থে প্রেরিতা যজ্ঞে উপযুক্তা দ্বিজা দশঃ॥"

সমাগত পঞ্চ ব্রাহ্মণের নাম শ্রীহর্ষ, ভট্টনারায়ণ, দক্ষ, ছন্দড় ও বেদগর্ভ এবং পঞ্চ ক্ষত্রিয়ের নাম, মকরন্দ ঘোষ, দশরথ বসু, কালীদাস মিত্র, বিরাট গুহ ও পুরুষোত্তম দত্ত। এ সম্বন্ধে ঘটকচূড়ামণির সন ১০০৮ সালে বিরচিত—'কায়স্থকারিকা' নামক পুস্তকে উক্ত আছে।

"পঞ্চ কায়স্থ আসে নৃপতি সদন।
সসম্ভ্রমে নরপতি দিলা আলিঙ্গন॥
জিজ্ঞাসিলা নরপতি মুনিদের স্থানে।
এত শুনি কহে তবে পঞ্চ তপোধনে॥
এই পঞ্চজন হয় ক্ষত্রিয় কুমার।
জিজ্ঞাসহ ইহাদিকে কি কহে উত্তর॥
দশরথ, মকরন্দ কালিদাস কয়।*
শিষ্য অনুগত মোরা শুন মহাশয়॥"

তারপর উপরোক্ত পঞ্চ ব্রাহ্মণ এবং পঞ্চ ক্ষত্রিয়, কিংবদন্তী এইরূপ যে ব্রত সমাপনান্তে দেশে প্রত্যাগমন করেন, কিন্তু তাঁহাদের জ্ঞাতিগণ পাতিত্যের অপবাদে তাহাদের সহিত আচার ব্যবহার পরিত্যাগ করেন। পরে, ঐ দশজন দ্বিজ সমাজচ্যুত হইয়া পুনরায় গৌড় নগরে ফিরিয়া আসেন এবং নৃপতি আদিশূর তাহাদিগকে ভরণপোষণের নিমিত্ত বাসস্থান এবং বহু জমি জমা দান করেন ও সেই সময় হইতে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থগণ পরম সুখে এদেশে বসবাস করিতে লাগিলেন।

* কালীদাস মিত্র রাজার নিকট যাহা বলিয়াছিলেন তাহা পরিচয়ে দ্রষ্টব্য।

কালীদাস মিত্রের পরিচয়

মহারাজ আদিশূর পঞ্চ কায়স্থকে প্রথমে আলিঙ্গন করেন পরে তাহাদের পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে. পঞ্চ কায়স্থ তাঁহাদের স্ব স্ব পরিচয় দেন ('কায়স্থ-পুরাণে' দ্রষ্টব্য), তন্মধ্যে কালিদাস মিত্রের বিষয় আদিশূরের মহতী সভায় মুনিগণ যে পরিচয় দেন তাহার ভাবার্থ এই "ইনি কালীদাস মিত্র, যশস্বীদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ, সর্ব্বমান্য, ধীর, সত্যবান। ইঁহার যশ শারদচন্দ্রের ন্যায় নির্ম্মল। ইনি বৈষ্ণব প্রধান, রথীশ্রেষ্ঠ. প্রতাপশালী, শাস্ত্রজ্ঞানে সুপণ্ডিত ছন্দড়ের শিষ্য ও বিশ্বামিত্র গোত্র এবং শ্রীবাস্তবংশীয়।* (চন্দ্রদেহ হইতে মিত্র)।" চিত্রগুপ্ত পুত্র—কিন্তু অনেকের মতে 'হরিবংশে' উক্ত চন্দ্রবংশীয় ক্ষত্রিয়রাজ দিবোদাসের মিত্রাক্ষপুত্রগণই মিত্র বংশের আদি। 'কায়স্থ-কুমার' পৃঃ ৬২

রাজা বল্লালসেন

আদিশূরের রাজত্বের পর, মহারাজ বল্লালসেন বাঙ্গলার অধীশ্বর হইয়া বাঙ্গলাদেশ দুইভাগে বিভক্ত করেন; (?) এক ভাগের নাম বারেন্দ্র অপর ভাগের নাম রাঢ়। উক্ত পঞ্চ কায়স্থের সন্তান সন্ততিগণ যাহারা রাঢ়ভূমে বাস করিলেন তাঁহারা 'রাঢ়ীয়' এবং যাহারা বারেন্দ্রভূমে বাস করিলেন তাহারা 'বারেন্দ্র' নামে অভিহিত হইলেন। এই প্রকারে রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্রের সৃষ্টি হইল—পরে আবার যাহারা রাঢ়ভূমের উত্তরে বাস করিলেন তাঁহারা 'উত্তররাঢ়ীয়' ও যাহারা রাঢ়ভূমের দক্ষিণে বাস

---

* ইহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা কাশ্মীরের শ্রীনগরে রাজত্ব করিতেন বলিয়া এই আখ্যা প্রাপ্ত হন।—বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ, পৃষ্ঠা ১৪৪।

করিতে লাগিলেন তাহারা 'দক্ষিণরাঢ়ীয়' বলিয়া অভিহিত হইলেন। (গঙ্গার পশ্চিম তীরস্থ রাঢ়ভূমের যে অংশ অজয় নদের উত্তর তৎস্থান-বাসী কায়স্থগণ 'উত্তররাঢ়ীয়' এবং ভাগীরথীর পশ্চিম তীরস্থ রাঢ়ভূমির যে অংশ অজয়নদের দক্ষিণ তৎস্থানবাসী 'দক্ষিণরাঢ়ীয়' বলিয়া খ্যাত)। যে সমস্ত কায়স্থগণ বারেন্দ্রভূমের পূর্ব্বদিকে বাস করিতে লাগিল তাহারা আবার 'বঙ্গজ' আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন।

বাঙ্গলাদেশ দুইভাগে বিভক্ত হওয়া এবং 'কুলীন' উপাধি দেওয়া সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। মহারাজ বল্লালসেনের সময় একটী সামাজিক বিপ্লব হয়—কারণ বল্লালসেন তান্ত্রিক ছিলেন এবং বলা বাহুল্য যে তান্ত্রিকদের খাদ্যাখাদ্যের বিশেষ বিচার ছিল না। উপাসনা চক্রে ব্রাহ্মণ, হাড়ী, ডোম প্রভৃতি সকলে একত্রে মদ্যমাংসাদি পানাহার করিত। বল্লালও অস্পৃশ্যজাতীয় রমণীদের সহিত একত্র পানাহার করিতেন—ঐ জন্য নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ ও কায়স্থগণ বল্লালের বিরোধী হইয়া তাঁহার কার্য্যের প্রতিবাদ করিতে লাগিলেন, এমন কি তাঁহার পুত্র লক্ষণসেনও পিতার বিরোধী হইলেন—সমাজে ঘোরতর বিপ্লব উপস্থিত হইল। কিন্তু বল্লালসেন বিচক্ষণ রাজনীতিজ্ঞ ছিলেন তিনি দান ও ভেদনীতি অবলম্বন করিয়া সমাজে শান্তি প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইলেন।

বঙ্গদেশে যে সমস্ত ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ তন্ত্রের পক্ষপাতী ছিলেন বল্লালসেন তাহাদিগকে নিজ সভায় নিমন্ত্রণ করিয়া ভূমিদান করেন—এবং আধুনিক সময়ের 'রায়বাহাদুর' ইত্যাদি উপাধির ন্যায় ঘোষ, বসু, মিত্র এবং গুহ এই সকল বিশিষ্ট কায়স্থদিগকে 'কুলীন' উপাধি দিয়া সম্মানিত করেন এবং তাঁহারা কায়স্থদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কায়স্থ বলিয়া পরিগণিত হয়।

যে সমস্ত কায়স্থ তান্ত্রিক মতের বিরোধী ছিলেন তাঁহারা বল্লালের রাজদরবার পরিত্যাগ করিয়া নরদাস দাস ও মুরারী চাকীর সহিত মিলিত হইয়া বল্লালের প্রতিদ্বন্দী 'শৈলকূপার' রাজা জটাধর নাগ ও 'শরগ্রামের' রাজা কর্কট নাগের আশ্রয় লইলেন এবং তথায় বারেন্দ্র শ্রেণীর কায়স্থের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করিলেন। বাঙ্গলা দেশ দুই ভাগে বিভক্ত হইবার ইহাই একমাত্র কারণ বলিয়া মনে হয়।

"কুলীন"

মহারাজ বল্লালসেন প্রতি ৩৬ বৎসর অন্তর গুণাগুণ বিচার করিয়া 'কৌলীন্য' মর্য্যাদার উপযুক্ত পাত্রাপাত্র স্থির করিতেন। তদনুসারে তদনুসারে তাঁহার মৃত্যুর পর তৎপুত্র লক্ষণসেন রাজা হইয়া পুনরায় রাঢ়ীয় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ভিতর গুণাগুণের বিচার করেন—এবং এই বিচারে রাঢ়ভূমের 'গুহের' এবং বারেন্দ্রভূমের পূর্ব্বে (অর্থাৎ বঙ্গজ শ্রেণীর) যাহারা বাস করিতেন—তাহাদের মধ্য হইতে 'মিত্রের' কৌলীন্য কাড়িয়া লন। তজ্জন্য বর্ত্তমান দক্ষিণরাঢ়ীয়দের মধ্যে 'গুহ' এবং বঙ্গজদের মধ্যে অনেক 'মিত্র' কুলীন নহে বলিয়া উক্ত হয়।

উত্তর রাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যে সৌকালীন ঘোষ এবং বাৎস সিংহ কুলীন এবং মিত্র, ঘোষ, বসু প্রভৃতি সন্মৌলিক। দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থদের মধ্যে ঘোষ, বসু ও মিত্র কুলীন; বারেন্দ্র কায়স্থের মধ্যে দাস, নন্দী ও চাকী কুলীন এবং বঙ্গজ কায়স্থের মধ্যে, ঘোষ, বসু, মিত্র এবং গুহ কুলীন বলিয়া খ্যাত। পণ্ডিত ধ্রুবানন্দ মিশ্র 'কায়স্থকারিকা'তে ঘোষ, বসু, গুহ, মিত্র এবং দত্তকে 'আদি কুলীন' ও 'রাজবংশ' অর্থাৎ ক্ষত্রিয় বলিয়া অভিহিত করিয়াছেন।

"ঘোষবসুগুহমিত্রা দত্তশ্চ আদিকুলীনাঃ।
নবগুণৈস্তু সংযুক্তাঃ রাজবংশসমুদ্ভবাঃ॥"

এবং যে নবগুণের উপর কৌলীন্য প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহা এই :—
১। আচার, ২। বিনয়, ৩। বিদ্যা, ৪। প্রতিষ্ঠা, ৫। তীর্থদর্শন, ৬। নিষ্ঠা, ৭। আবৃত্তি. ৮। দান, ৯। তপস্যা।

মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠা

কান্যকুব্জ হইতে যে পঞ্চকায়স্থ আসিয়াছিলেন তন্মধ্যে বাঙ্গলার 'মিত্র-বংশের' প্রতিষ্ঠাতা কালীদাস মিত্র অন্যতম। কালীদাস মিত্রের সহিত তাঁহার ভ্রাতা এবং ভাতৃজায়া বঙ্গে আসিয়াছিলেন বলিয়া শ্রুত হয়। কালীদাসের দুই পুত্র জন্মিয়াছিল—জ্যেষ্ঠ শ্রীধর এবং কনিষ্ঠ অশ্বপতি; শ্রীধর দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজের মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা এবং অশ্বপতি বঙ্গজ সমাজের মিত্রবংশের প্রতিষ্ঠাতা। শ্রীধরের পুত্র ভগবান (বা শুক্তি) দক্ষিণ রাঢ়ীয় সমাজে বল্লালসেনের নিকট হইতে কৌলীন্য প্রাপ্ত হন। তাঁহার অষ্টম অধঃস্তন বংশধর ধুই মিত্র এবং গুই মিত্র যথাক্রমে 'বড়িশা' এবং 'টাকী' নামক দুই স্থানে বাস করিতে লাগিলেন এবং এই দুই ভ্রাতা হইতেই দক্ষিণ রাঢ়ীয় মিত্রবংশের বড়িশা সমাজ ও টাকী সমাজ এই দুই সমাজ বিভাগ হইয়াছে। জেজুরের মিত্রবংশ বড়িশা সমাজান্তর্গত এবং এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা কালীদাস হইতে সপ্তদশ পর্য্যায়ে জাত গোবিন্দরাম মিত্র। ইনি একজন কীর্ত্তিমান ও স্বধর্ম্ম পরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন. মুসলমান রাজত্বকালে স্বীয় ধর্ম্ম ভূলুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া ইনি বড়িশা গ্রাম ত্যাগ করেন—এবং জেজুরে যাইয়া বাস করেন। ইহা বোধ হয় সম্ভবতঃ ১০৫০ সালের কথা।

জেজুরের ইতিহাস*

গোবিন্দরাম মিত্র যখন জেজুরে আসিয়া বসবাস করেন—তখন এই গ্রাম খুব সমৃদ্ধিশালা ছিল। দোল, দুর্গোৎসব, পূজা-পার্ব্বণ, বারোয়ারী, যাত্রা, থিয়েটার প্রভৃতি পল্লীজীবনের আনন্দবিধায়ক কোন উৎসবেরই অভাব ছিল না। কিন্তু দুঃখের বিষয় বর্ত্তমান ম্যালেরিয়ার বিভীষিকায় এই বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম শ্মশানোপম জঙ্গলাকীর্ণ গ্রামে পরিণত হইয়াছে।† তাহার উপর আবার দলাদলি, পরকুৎসা ও পরশ্রীকাতরতার জন্ম সমৃদ্ধ ব্যক্তি মাত্রেই জেজুর গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া নিকটস্থ সহরে কিম্বা কলিকাতায় কর্ম্মস্থলে বসবাস করিতেছেন। ফলে পল্লী জননী আধি-ব্যাধি ও অশান্তির নিকেতনে পরিণত হইয়া পূর্ব্বেকার শ্রী হারাইয়া ক্রমশই হতশ্রী হইয়া পড়িতেছেন। পূর্ব্বে এই গ্রামে দত্তদের সমাজ ছিল। (বঙ্গীয় কায়স্থ সমাজ, ৮২ পৃষ্ঠা।)

জেজুর হুগলী জেলার অন্তর্গত শ্রীরামপুর মহকুমার অধীন একটি গণ্ড গ্রাম। কলিকাতা হইতে ই, আই, আর ট্রেনে ২৮ মাইল দূরে হরিপাল নামক ষ্টেষনে নামিতে হয়। জেজুরের নিকটে 'তারকনাথ' নামক তীর্থক্ষেত্র অবস্থিত। এবং হরিপাল ষ্টেসন হইতে তিন মাইল উত্তরে জেজুর গ্রাম অবস্থিত।

---

* 'নবশক্তিতে'—(১লা জুলাই ১৯৩২) 'জেজুরের ইতিহাস' প্রকাশিত হইয়াছে। 'গোবিন্দরামের' বিষয় 'নবশক্তি', 'উদয়ন', কায়স্থ-পত্রিকা, প্রভৃতি বিবিধ পত্রিকায় বহু লেখা বাহির হইয়াছিল।

† Report of the epidemic, remittent and intermittent fever occuring in parts of Burdwan and Nadia division. By. Dr J. Elliot. 1863.

দ্বিতীয় অধ্যায়

বংশ পরিচয়

"বঙ্গদেশে কালীদাস মিত্র মহাশয়,
আসেন কনোজ হ'তে খ্যাত দেশময়,
বঙ্গেশ্বর আদিশূর, রাজার সভায়
কুলের অপার মান—পান সমুদায়,
নবগুণ বিশিষ্ট উত্তম 'সর্ব্ব-অংশে'
প্রথম কুলীন তিনি হন মিত্র বংশে,
সেই উপাধিটী তিনি করেন ধারণ
একের পর্য্যায় তাঁর—সংখ্যা নিরূপন।"

—কবিবর ৺রাধামাধব মিত্র।

হুগলী জেলার অন্তর্গত 'জেজুর' গ্রামের মিত্র-বংশ কালীদাস মিত্রের ষোড়শ অধঃস্তন বংশধর গোবিন্দরাম মিত্র হইতে (মিত্রবংশের) বংশক্রম আরম্ভ হয়। ইহাদের আদি নিবাস বেহালার নিকটবর্ত্তী 'বড়িশা' গ্রামে ছিল বলিয়া, ইহারা "বড়িশা-সমাজ" ভুক্ত বলিয়া খ্যাত। মিত্র-বংশের অষ্টম অধঃস্তন বংশধর ছুই মিত্র 'বড়িশায়' আসিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করেন বলিয়া ইহার বংশধরগণ অদ্যাপিও "বড়িশার-মিত্র" বলিয়া খ্যাত। ছুই মিত্রের ভ্রাতা গুই মিত্র 'টাকিতে' যাইয়া বাস করেন বলিয়া তাঁহার বংশধরগণ 'টাকীর মিত্র' বলিয়া বর্ত্তমানে পরিচিত।

জেজুরের মিত্র-বংশ একটী বহু প্রাচীন এবং সম্ভ্রান্ত দক্ষিণরাঢ়ীয়

কুলীন কায়স্থবংশ। সম্ভবতঃ সন ১০৫০ সালে গোবিন্দরাম মিত্র বড়িষা গ্রাম ত্যাগ করিয়া জেজুরে আসেন এবং স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। তিনি জেজুরে আসিবার সময় তাঁহার কুলদেবতা শ্রীশ্রী৺শ্রীধরজীউর বিগ্রহ এবং কুলপুরোহিত গোবিন্দচন্দ্র ঘোষালকে সঙ্গে আনিয়াছিলেন। তিনি কি কারণে বড়িষা ত্যাগ করিয়া জেজুরে আসিয়া বাস করেন সে সম্বন্ধে যথেষ্ট মতভেদ আছে। গোবিন্দরাম সধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন। মুসলমান রাজত্ব কালে স্বীয় বৈদিকধর্ম্ম ভূলুণ্ঠিত হইতেছে দেখিয়া বড়িষা গ্রাম ত্যাগ করেন বলিয়া অনেকের অভিমত। এ সম্বন্ধে সঠিক করিয়া কিছু বলা অতি কঠিন। তবে বড়িষায় মিত্রগণ যে সুখে ছিলেন না তাহা নিম্নলিখিত কবিতা হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়।

"আকনাতে গেল ঘোষ, মাহিনাতে বসু,
বড়িশা রহিলা মিত্র, দুঃখ রহে কিছু।
বালিতে রহিলা দত্ত প্রতাপ প্রচুর।
ব্রহ্মগ্রামে গেল সেন, দেও চিত্রপুর।
সিংহপুরে রয় সিংহ, হরিপুরে দাস,
পানিহাটী গত চন্দ্র, গুহ বঙ্গবাস।"

ঘোষ, বসু, মিত্র প্রভৃতি দশজন কায়স্থ দক্ষিণরাঢ়ের অন্তর্গত উপরোক্ত দশগ্রামে বাস করিয়াছিলেন। প্রাচীন কুলপরিচয় গ্রন্থে উক্ত কবিতাটী লিখিত আছে। *

'কায়স্থ-কারিকা' অনুসারে আদিশূরের সভায় কান্যকুব্জ হইতে আগত কালীদাস মিত্র হইতে গণনা করিলে দেখা যায় যে বড়িশা-সমাজ

* শ্রীনগেন্দ্র নাথ বসু লিখিত "আদিশূর" নামক প্রবন্ধ হইতে। "পঞ্চপুষ্প" আশ্বিন ১৩৩৭ সাল।

ভুক্ত চতুর্দ্দশ পর্য্যায়ে জাত অনিরুদ্ধ*মিত্রের পুত্র জগদানন্দের "মধ্যাংশ ভাব"† হইয়াছে। জগদানন্দের চার পুত্র জন্মে, কেশব, বাণী, বামন ও পরমানন্দ। কেশবের দুই পুত্র হয়—জ্যেষ্ঠ গোবিন্দরাম এবং কনিষ্ঠ পার্ব্বতী। দক্ষিণরাঢ়ীয় সমাজের কুল-বিধি অনুসারে মধ্যাংশের জ্যেষ্ঠ পুত্র জন্মে মধ্যাংশ (কায়স্থ-সন্দর্ভ পৃষ্ঠা ৫৫)। কায়স্থ-কারিকা অনুসারে জেজুরের মিত্রবংশের কুল "মধ্যাংশ কুল" হইয়াছে। বর্ত্তমানে জেজুরের মিত্রদিগের মধ্যে মধ্যাংশ কুল ও মধ্যাংশ দ্বিতীয় কুলের বংশাবলী দৃষ্ট হয়। মধ্যাংশ দ্বিতীয় কুলীনগণ গৌণকুলীন।

গোবিন্দরামের আটটি পুত্র হইয়াছিল (কায়স্থ-কারিকা—পৃষ্ঠা ৩), তাহাদিগের নাম রামচন্দ্র, রামকৃষ্ণ, রামভদ্র (বা রামেশ্বর), যাদু, শম্ভু-রাম, মহাদেব, রামনারায়ণ এবং বিশ্বেশ্বর।

গোবিন্দরামের ১ম পুত্র রামচন্দ্রের দুই পুত্র জন্মিয়াছিল (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ৩) অনন্তরাম ও নন্দরাম। অনন্তরাম অকালে গতায়ু হন। নন্দরাম জেজুরে স্থায়ীভাবে বাস করেন।

গোবিন্দরামের ২য় পুত্র রামকৃষ্ণের তিন পুত্র হয় (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৩৬) নরোত্তম, বৃন্দাবন ও মুকুন্দ। নরোত্তম অপুত্রক, বৃন্দাবনের পুত্র জানকীরাম, তিলকরাম, দয়ারাম, কৃপারাম, গোরাচাঁদ ও দর্পনারায়ণ। বৃন্দাবনের ২য় পুত্র তিলকরামের তিনপুত্র হয়। গৌরীচরণ, রামচরণ ও

---

* ভ্রমক্রমে 'অনিরুদ্ধ' নামটী মৎপ্রকাশিত বংশাবলীতে 'অনুরাত্র" হইয়াছিল। পাঠকগণ ঐ ভ্রমটী সংশোধন করিয়া লইবেন।

† প্রকৃত মুখ্য কুলীনের ২য় ও ৩য় পুত্র অন্যধারা কনিষ্ঠ ও 'মধ্যাংশ' হয় (কায়স্থ-সন্দর্ভ পৃঃ ৫৪)।

‡ মধ্য-বংশের প্রথম পুত্র ব্যতীত অন্যান্য পুত্র "মধ্যাংশ ২য় পো"। এই শাখায় কুলীন বেশী। (কায়স্থ সন্দর্ভ, পৃঃ ৫৫)

বলরাম ইহারা "খাঁটোয়া" গ্রামে গিয়া বসবাস করেন (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৩৬)। বৃন্দাবনের কনিষ্ঠ পুত্র দর্পনারায়ণ "সোরাকেদারপুর" গিয়া বসবাস করেন। রামকৃষ্ণের ৩য় পুত্র মুকুন্দরাম জেজুরের নিকটে "হরিপাল" গ্রামে গিয়া বাস করেন (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৩৭)।

গোবিন্দরামের ৩য় পুত্র রামেশ্বরের এক পুত্র হয় তাহার নাম সীতারাম ইহার পাঁচ পুত্র জন্মে। রামরাম, কৃষ্ণরাম, দামোদর, বলরাম ও শ্যাম। সীতারাম তাহার পঞ্চ পুত্র সহ সরকার ভদ্রক "আড়পদো" গ্রামে গিয়া বাস করেন (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৩)। সীতারামের ৪র্থ পুত্রের একপুত্র গঙ্গাপ্রসাদ ; তাহার চার পুত্র হয়। গোবিন্দপ্রসাদ, হরিপ্রসাদ, জগন্নাথ প্রসাদ ও লক্ষ্মীপ্রসাদ। ইহারা মুর্শিদাবাদ জেলার "ডাহাপাড়া" গ্রামে গিয়া বাস করেন (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৩৭)। পরে গঙ্গাপ্রসাদের সহিত তাহার পুত্রদের মনোমালিন্য হয় এবং তিনি তাহার ৩য় পুত্র জগন্নাথপ্রসাদকে সঙ্গে লইয়া রংপুরে "ঘোড়াঘাটা" গ্রামে গিয়া বাস করেন। (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৩৭)

গোবিন্দরামের ৪র্থ পুত্র যদুর বিষয় কিছু জানা যায় নাই—বোধ হয় ইনি অল্পবয়সে ইহলোক ত্যাগ করিয়াছিলেন।

গোবিন্দরামের ৫ম পুত্র শম্ভুর তিন পুত্র হয়—কল্যাণ, কুশল ও নিধিরাম, ইহারা জেজুর ত্যাগ করিয়া "দেবীপুর" গ্রামে গিয়া বসবাস করেন। (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৩৭)

গোবিন্দরামের ৬ষ্ঠ পুত্র মহাদেবের তিন পুত্র হয়—কাশীরাম, বীরেশ্বর ও বেচারাম। কাশীরাম ভাঁড়ারহাটী "মহামায়া" গ্রামে গিয়া বাস করেম। বিরেশ্বরের চার পুত্র হয়—শোভারাম, দামোদর, মধুসূদন ও গয়ারাম। ইহারা জেজুর ত্যাগ করিয়া "কানাইপুর" গ্রামে গিয়া বাস করেন। শোভারামের প্রপৌত্র জয়রাম মিত্র কলিকাতার "বটতলায়"

বাস করেন—ইনি "জয় মিত্র" বলিয়া পরে খ্যাতি লাভ করেন (ইহার নামানুসারে কলিকাতায় "জয় মিত্র ষ্ট্রীট" নামক রাস্তা হইয়াছে)। শোভারামের ২য় পুত্র রামকানাই 'বরদা'য় গিয়া বাস করেন। বীরেশ্বরের ২য় পুত্র দামোদর, মণ্ডলঘাট "ঝিকরা" গ্রামে গিয়া বাস করেন। (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৩৭)

গোবিন্দরামের ৭ম পুত্র রামনারায়ণের পাঁচ পুত্র হয়—তেকু, রাম, জীবন, কানুরাম ও বলরাম। ইহারা "হরিনাভি" গ্রামে গিয়া বসবাস করেন। পরে ইহারা কলিকাতার "ঠনঠনে" চলিয়া যান। (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৩৮)

গোবিন্দরামের ৮ম পুত্র বিশ্বেশ্বরের দুই পুত্র হয়—রাঘবরাম ও মুকুন্দরাম, মুকুন্দরামের পুত্র গৌরীচরণের দুই পুত্র হয়, মনোহর ও যুগল। ইহারা জেজুর ত্যাগ করিয়া মেদনীপুর জেলার "মীরগোদা" গ্রামে গিয়া বাস করেন (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৩৯)।

গোবিন্দরামের বিষয় "তোমার কথা" নামক একটী অপ্রকাশিত কবিতার পুস্তকে নিম্নলিখিত রূপে পাওয়া যায়। কবিতাটী কবি রাধামাধব কর্ত্তৃক সন ১২৬০ সালে লিখিত হইয়াছিল।

"মহাত্মা গোবিন্দরাম হরিপরায়ণ,
করিতেন সর্ব্বদা বৈষ্ণব আচরণ,
গোস্বামীর শিষ্য তিনি, শ্রীচৈতন্য ভক্ত
শ্রীচৈতন্যের গুণগানে সদা অনুরক্ত,
তাঁহা হ'তে পবিত্র হয়েছে মিত্র-কুল
তিনি বংশে হরিভক্তি আনিবার মূল।
তাহার চরণে করি অসংখ্য প্রণাম
ভক্তিপথ প্রদর্শক, তিনি ভক্তিধাম।"

কতিপয় প্রসিদ্ধ লোকের প্রসিদ্ধির কারণ উল্লেখ করিয়া তখনকার কলিকাতার লোকেরা নিম্নলিখিত ছড়া বাঁধিয়াছিল।

"বনমালী সরকারের বাড়ি,
গোবিন্দরাম মিত্রের ছড়ি,
আমিরচাঁদের দাড়ি,
হুজুরি মলের কড়ি।" *

ইতিপূর্ব্বে মল্লিখিত 'জেজুরের ইতিহাস' নামক প্রবন্ধে, আমি জেজুরের পূর্ব্ব নাম কসবা ছিল বলিয়া লিখিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা ভ্রমাত্মক। প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব রায়সাহেব নগেন্দ্রনাথ বসু মহাশয় বলেন, "জেজুরের নাম বহু প্রাচীন বৈষ্ণব গ্রন্থে দেখা যায়, সুতরাং উহা পরিবর্ত্তিত নাম নহে।" যে সমস্ত গ্রন্থে জেজুরের নাম দৃষ্ট হয় তাহা 'বিশ্বকোষ' ২য় সংস্করণে উল্লিখিত হইবে। তারপর জেজুরে 'নাগর' নামক জনৈক হিন্দুরাজার রাজধানী ছিল বলিয়া যে জনশ্রুতি প্রচলিত আছে—তাহা সত্য কিনা—প্রত্নতত্ত্ববিদগণ সে বিচার করিবেন, তবে বম্বে প্রেসিডেন্সির পুনা জেলায় জেজুর † নামক একটী তীর্থক্ষেত্র আছে এবং তথায় বহু নাগর ব্রাহ্মণ আজও বাস করেন।

এস্থলে আর একটা কথা লেখা অত্যন্ত আবশ্যক বোধ করি। আদিশূর বঙ্গে ব্রাহ্মণ এবং কায়স্থ আনাইয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে—প্রাচ্যবিদ্যামহার্ণব মহাশয়ের মতে তাহা সম্পূর্ণ ভুল। আবুলফজল লিখিত 'আইন-ই-আকবরি' নামক পুস্তকে লিখিত আছে যে মুসলমান রাজত্ব

* শ্রীহরিহর শেঠ কর্ত্তৃক লিখিত "প্রাচীন কলিকাতা পরিচয়" শীর্ষক প্রবন্ধ হইতে—"ভারতবর্ষ" ১৮শ বর্ষ, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা ১১১।

† 'বিশ্বকোষে' জেজুর শব্দ—৭ম খণ্ড ১৫২ পৃষ্ঠা।

করিবার পূর্ব্বে দুই হাজার বৎসর ধরিয়া এদেশে কায়স্থগণ রাজত্ব করেন —সুতরাং দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থগণের বীজপুরুষগণ আদিশূরের সময় সমাগত হন নাই—পূর্ব্বে, এই স্থানেই বসবাস করিতেন, নচেৎ রাজত্ব করিলেন কিরূপে? বরং এ দেশেরই বহু কায়স্থ পশ্চিমাঞ্চলে গিয়া বসবাস করেন, তাম্রলিপি, শিলালিপি হইতে তাহাই প্রমাণিত হয় (বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস—দক্ষিণরাঢ়ীয় কায়স্থকাণ্ড ১ম খণ্ড দেখুন) এবং ঐ রাজগণের সময়ে মহামহোপাধ্যায়কল্প বহুসংখ্যক শাস্ত্রবিৎ কায়স্থও আবির্ভূত হইয়াছিলেন।* তারপর কেহ কেহ বলেন যে যজ্ঞ করিতে ব্রাহ্মণের প্রয়োজন হইতে পারে—কায়স্থের আসিবার প্রয়োজন কি? তদুত্তরে আবার অনেকে বলেন যে "আদিশূর 'মধু-যজ্ঞ' করিয়াছিলেন, এই যজ্ঞে ভূস্বামী, স্বস্তি, পুণ্যাহ ও ঋদ্ধি বরণের জন্য শ্রেষ্ঠ ক্ষত্রিয়ের প্রয়োজন?" (কায়স্থ-গীতা, পৃষ্ঠা ২৩)। যাহা হউক, এ সম্বন্ধে এই ক্ষুদ্র পুস্তকে বিশদভাবে আলোচনা করিতে হইলে—আমি যে কার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছি—তাহা অসম্পূর্ণ হইয়া থাকিবে। সুতরাং যে সমস্ত বিভিন্ন মত প্রচলিত আছে আমি তাহা উল্লেখ করিয়া যাইলাম মাত্র—অনুসন্ধিৎসুগণ ঐ সমস্ত পুস্তক পাঠে বিশদ বিবরণ জানিতে পারিবেন বলিয়া আশা করি। তবে, প্রকৃত সত্য নির্দ্ধারণ করা যে উচিৎ, তাহা কে অস্বীকার করিবে?

জেজুরের মিত্রবংশসম্ভূত বংশাবলী

নিম্নলিখিত মিত্রবংশগুলি জেজুরের মিত্রবংশ হইতে সম্ভূত হইয়াছে —অর্থাৎ জেজুরের মিত্রবংশ হইতে উদ্ভব এবং এই বংশেরই শাখা

---

* বঙ্গের জাতীয় ইতিহাস, রাজন্যকাণ্ড—২৫৪ পৃষ্ঠা।

† "কায়স্থ-পত্রিকা" ৩২শ বর্ষ, ১১শ সংখ্যা পৃষ্ঠা ৪০৪।

প্রশাখা বলিয়া "কায়স্থ কারিকায়"* উল্লিখিত আছে। (পৃষ্ঠার নম্বর পার্শ্বে লিখিত হইল)।

উড়িষ্যার 'বজরপুরের' মিত্র (২৩৫), জলেশ্বর 'লক্ষ্মণনাথের' মিত্র (২৪০), 'পাতিয়ারপুরের মিত্র (২৩৫), 'মিঠিপুরের' মিত্র (২৩৬,) 'সোরোকেদারপুরের' মিত্র (২৩৭) 'খাঁটোরার' মিত্র (২৩৬) 'হরিপালের' মিত্র (২৩৭) 'বাগনানের' মিত্র (২৪০) সরকার ভদ্রক 'আড়পদোর' মিত্র (২৩৭) 'ছোট সর্বার' মিত্র (২৪০) মেদিনীপুর 'মীরগোদার' মিত্র (২৩৯) মণ্ডলঘাট 'ঝিকরার' মিত্র (২৩৪) 'হরিনাভির' মিত্র (২৩৮), কলিকাতা 'বটতলার' মিত্র (২৩৭) কলিকাতা 'শোভাবাজারের' মিত্র (২৪০), 'কানাইপুরের' মিত্র (২৩৭) ভাঁড়ারহাটী 'মহামায়ার' মিত্র (২৩৭) 'দেবীপুরের' মিত্র (২৩৭) 'মেমারীর' মিত্র (২৪১) কলিকাতা 'ঠনঠনিয়ার' মিত্র (২৩৮), রংপুর 'ঘোঁড়াঘাটার মিত্র (২৩৭), 'পর্ণপুরের' মিত্র (২৪১) 'বরদার' মিত্র (২৩৭) মুর্শিদাবাদ 'ডাহাপাড়ার' মিত্র (২৩৭) ও 'সরিসার' মিত্র (২৪০)।

* প্রায় ৫০ বৎসর পূর্ব্বে অনাথ নাথ বসু (ছাতু বাবু) মহাশয়ের বাড়িতে কুলিনগণের 'একজাই' হইয়াছিল এবং বঙ্গের সমস্ত কুলীনগণ ঐ সভায় উপস্থিত হইয়া, তাহাদের কুল কিরূপ তাহা নির্ণয় করেন। পরে ঐ কুলবিধি এবং পর্য্যায়ক্রমে কুলিনদিগের নাম 'কায়স্থকারিকায়' প্রকাশিত হয়। ঐ পুস্তক প্রকাশিত করিতে একলক্ষ মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল।

তৃতীয় অধ্যায়

বংশেতিহাস

গোবিন্দরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র রামচন্দ্রই কেবল মাত্র জেজুরে বাস করেন। তিনি একবার পাটনার নবাবের কাছ হইতে একটী চাকুরী পান—কিন্তু তাহার পিতা মুসলমানদের দ্বারায় উৎপীড়িত হইয়াছিলেন বলিয়া তিনি স্ব-ইচ্ছায় নবাবের চাকুরী প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন, কিন্তু একমাত্র নন্দরাম ব্যতীত আর কাহারও বিষয় কিছু জানিতে পারা যায় না।' কায়স্থ-কারিকায় ইহার দুই পুত্র বলিয়া লিখিত আছে।

রামচন্দ্র সম্বন্ধে নিম্নলিখিত কবিতাটী পাওয়া যায়।

"জেজুরের অধুনাতন মিত্রগণ যাঁরা
রামচন্দ্র মহাত্মার বংশোদ্ভব তাঁরা,
গণনায় আঠারর পর্য্যায় তাহার
প্রধান কুলীন তিনি সর্ব্বত্র প্রচার।
তাঁর তিন তনয়ের পাই পরিচয়
নামটী নন্দরাম জ্যেষ্ঠর নিশ্চয়।
অপর পুত্রদ্বয়, কোথায় কিভাবে রন
তাদের বংশের কথা, জেজুরে গোপন।"

রামচন্দ্রের জ্যেষ্ঠ পুত্র নন্দরাম পাঁচ পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। জ্যেষ্ঠ সন্তোষরাম, মধ্যম হরেকৃষ্ণ তৃতীয় রঘুনাথ, চতুর্থ দয়ারাম এবং কনিষ্ঠ জানকীরাম (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ৩)

সন্তোষরাম খুব ধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন এবং তিনি তাহার ভ্রাতার সহিত পৃথক হইবার পর "লক্ষ্মী-জনার্দ্দনের" বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন। তাহার প্রতিষ্ঠিত বিগ্রহ অদ্যাপিও তাহার পুণ্যকীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। সন্তোষরামের বংশধরগণ "বড় মিত্র" বলিয়া পরিচিত। তিনি সাত পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। তাঁহার পুত্রদের নাম :—বাঞ্ছারাম, রামশঙ্কর, ভবানী, রামহরি, রামজয়, রামলোচন ও রামকান্ত (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ৪) সন্তোষরামের বিষয়ে নিম্নলিখিত কবিতাটী পাওয়া যায়।

"সন্তোষের বংশে যাদের জনম গ্রহণ,
বড় মিত্র বলি তাঁরা প্রসিদ্ধ এখন।
যখন, সন্তোষরাম হরেকৃষ্ণ আর
উভয়ে পৃথক হ'ন সহ পরিবার,
সন্তোষ সন্তোষ চিত্তে করিয়া যতন।
প্রতিষ্ঠিত করিলেন, "লক্ষ্মী-জনার্দ্দন"।
পুরাকালে সবার মনে এই অভিজ্ঞান
যে ভিটা ঠাকুর শূন্য সে ভিটা শ্মশান।"

নন্দরামের মধ্যম পুত্র হরেকৃষ্ণ একজন সহৃদয় ও ক্রিয়াশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি দোল-দুর্গোৎসবাদি বিবিধ কীর্ত্তি কলাপাদি করিয়া অল্পদিনের মধ্যেই প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি জেজুর হইতে কৈকালা যাইবার পথে একটী শিবমন্দির তৈয়ারী করাইয়া তথায় শালগ্রাম শিলা প্রতিষ্ঠা করেন। কেহ কেহ বলেন যে তিনিই শ্রীধরজীউর বিগ্রহ স্থাপনা করেন, আবার কেহ কেহ বলেন যে উহা পৈত্রিক কুলদেবতা,

গোবিন্দরাম বড়িশা হইতে আসিবার সময় লইয়া আসেন। ইনি দুই দারপরিগ্রহ করেন—রাম রাম প্রথমা স্ত্রীর গর্ভজাত এবং লালবিহারী, তোতারাম, দাতারাম এবং জগন্নাথ দ্বিতীয়া স্ত্রীর গর্ভজাত (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৩৯)। হরেকৃষ্ণ অতিশয় সাহসী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ২৭ বৎসর বয়ঃক্রম কালে স্বীয় ভাগ্য নিয়ন্ত্রণের জন্য বাটী হইতে বহির্গত হইয়া কলিকাতায় আসেন, কিন্তু আর বাটী ফেরেন নাই। অতএব সেইখানেই তাহার মৃত্যু হইয়াছিল মনে করিতে হইবে। তিনি বিখ্যাত 'তালা' পুষ্করিণীর পাড়ে—গড়ের মাঠে, যাহা নাগর রাজার কেল্লা ছিল বলিয়া বর্ত্তমানে শ্রুত হয়, তথায় বাসোপযোগী স্থান ভাবিয়া, হৃষ্ট মনে পূর্ব্ব বাসস্থান ত্যাগ করিয়া তথায় নূতন বাসভবন নির্ম্মাণ করেন।

হরেকৃষ্ণের বিষয় নিম্নলিখিত কবিতাটী পাওয়া যায় :—

"নন্দরাম তনয় মধ্যম হরেকৃষ্ণ—
যার মুখে লেগে ছিল সদা হরেকৃষ্ণ
মোদের পূর্ব্বপুরুষ সদাশয় তিনি,
বৈষ্ণবের চূড়ামণি বলি গণ্য যিনি।
"লক্ষ্মীজনার্দ্দনে" জ্যেষ্ঠ করিলে স্থাপিত
শ্রীধরের সেবাকার্য্য মধ্যমে অর্পিত,
দুটী শালগ্রামে মূর্ত্তি দেখিবারে পাই
এখানো বিরাজমান, আছেন দুঠাঁই।"

নন্দরামের তৃতীয় পুত্র রঘুনাথের এক পুত্র হয় তাহার নাম কৃষ্ণ-প্রসাদ—ইনি এক পুত্র রাখিয়া গতাসু হন তাহার নাম রামসুন্দর। রামসুন্দরের পুত্র রামমোহন জেজুর ত্যাগ করিয়া "বাগনান" গ্রামে গিয়া বাস করেন (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৪০)

নন্দরামের চতুর্থ পুত্র দয়ারামের দুই পুত্র হয়—কৃপারাম ও গুরুপ্রসাদ। কৃপারাম দুই পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। তাহার পুত্রদের নাম বংশীধর ও লক্ষ্মণ। গুরুপ্রসাদের এক পুত্র হয় তাহার নাম রামরত্ন, ইহার পুত্র রামধন জেজুর ত্যাগ করিয়া "জলেশ্বর লক্ষ্মণনাথ" গ্রামে গিয়া বসবাস করেন (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৪০)

নন্দরামের কনিষ্ঠ পুত্র জানকীর বংশ বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে তজ্জন্য তাহার বিষয় কেহ বিশেষ কিছু জ্ঞাত নহেন।

সন্তোষরামের জ্যেষ্ঠ পুত্র বাঞ্ছারাম ছয় পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন—তাহাদের নাম যজ্ঞেশ্বর, কৃষ্ণচন্দ্র, ব্রজমোহন, গোপীমোহন, গৌরমোহন ও রামনারায়ণ (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৪১)

বাঞ্ছারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র যজ্ঞেশ্বর সদাশয় এবং ধর্ম্মপরায়ণ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি তিন পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন, রামতনু, মদন ও গোপাল। রামতনুরও তিনটি পুত্র জন্মে, বনমালী পঞ্চানন ও নবীন (কায়স্থ-কারিকা পৃষ্ঠা ৪)

যজ্ঞেশ্বরের পুত্র মদনমোহন পাঁচ পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠ শ্যাম, মধ্যম প্রেম, তৃতীয় পাঁচকড়ি, চতুর্থ সীতানাথ এবং কনিষ্ঠ মেহের। প্রেম এবং মেহের নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন।

বাঞ্ছারামের ২য় পুত্র কৃষ্ণচন্দ্রের চারপুত্র হয় তাহারা জেজুর ত্যাগ করিয়া "মেমারী" যাইয়া বাস করেন। তাহার পুত্রদের নাম—দুর্গাদাস, রূপনারায়ণ, গঙ্গাধর ও হলধর। (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৪১)

বাঞ্ছারামের ৩য় পুত্র ব্রজমোহন তিন পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। ঠাকুরদাস, কৃষ্ণ ও নীলমণি। নীলমণি জেজুর ত্যাগ করিয়া "পর্শপুরে" গিয়া বাস করেন। (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৪১)

বাঞ্ছারামের ৪র্থ পুত্র গোপীমোহনের এক পুত্র হয় তাহার নাম

গঙ্গানারায়ণ। বাঞ্ছারামের কনিষ্ঠ পুত্র রামনারায়ণের এক পুত্র হয় তাহার নাম সুধাকৃষ্ণ। তিনি নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন বলিয়া তাহার বংশ বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে।

সন্তোষের মধ্যমপুত্র রামশঙ্কর দুই পুত্র রাখিয়া গত হন—রাধামোহন ও শ্যামমোহন। রাধামোহনের দুই পুত্র শ্রীকৃষ্ণ ও রামকৃষ্ণ জেজুর ত্যাগ করিয়া কলিকাতার শোভাবাজারে বসবাস করেন (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৪১)

সন্তোষের তৃতীয় এবং পঞ্চম পুত্রের বিষয় কিছু জানা যায় নাই।

সন্তোষের চতুর্থ পুত্র রামহরি দুই পুত্র রাখিয়া গতাসু হন—প্রাণকৃষ্ণ ও নবকৃষ্ণ। প্রাণকৃষ্ণের তিন পুত্র হয় শম্ভুরাম, বিশ্বনাথ শ্রীরাম ও নবকৃষ্ণের দুই পুত্র হয় রাজকৃষ্ণ ও ভজকৃষ্ণ। (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৪১)

সন্তোষের ষষ্ঠ পুত্র রামলোচনের পুত্র রামচাঁদ দুই পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠের নাম নীলমাধব এবং কনিষ্ঠের নাম গোবর্দ্ধন। (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৪১)

সন্তোষের কনিষ্ঠপুত্র রামকান্ত পাঁচপুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। তাহার পুত্রদিগের নাম গঙ্গাগোবিন্দ, ভাগবত, বৃন্দাবন, হীরামোহন ও মথুরামোহন (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৪১)

হরেকৃষ্ণ পাঁচটী শিশু পুত্র রাখিয়া কলিকাতায় যান, এবং তথায় নিরুদ্দেশ হন—তজ্জন্য তাহার পুত্রদের শৈশবস্থায় অতিশয় কষ্ট পাইতে হইয়াছিল, তবে তাঁহার পুত্রগণ স্বীয় অধ্যবসায় গুণে বহু কষ্টে মানুষ হন। তাহাদের পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে এরূপ ভ্রাতৃভাব ছিল, যে তাহা কথায় বর্ণনা করা যায় না? পুরাকালে রামচন্দ্রের ভ্রাতৃভাবের কথা শুনিয়া লোকে তাঁহার গুণগান করে— আর একালে রাম রাম প্রভৃতির ভ্রাতৃভাব দেখিয়া, তৎকালের সমাজস্থ ব্যক্তিগণ বিস্ময়ে আশ্চর্য্যান্বিত হইত। হরেকৃষ্ণের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাম রাম চার পুত্র রাখিয়া

গতাসু হন—দর্পনারায়ণ সূর্য্যনারায়ণ, মদনমোহন, জয়গোপাল (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৩৯)। তাঁহাদের ভ্রাতৃভাব কিরূপ ছিল, তাহা নিম্নলিখিত কবিতার দুটী লাইন হইতেই বেশ প্রমাণীত হয়।

"হরেকৃষ্ণের দুই জায়ার জন্মে পাঁচ সুত,
পরস্পর ভাতৃভাব—অতীব অদ্ভুত।"

হরেকৃষ্ণর মধ্যম পুত্র লালবিহারী জেজুর গ্রাম ত্যাগ করিয়া সরসা গিয়া স্থায়ীভাবে বসবাস করেন। (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৪০) তজ্জন্য জেজুর গ্রামে তাঁহার কোন বংশীয় নাই। তিনি, কিজন্য জেজুর ত্যাগ করিয়া সরসায় যান, তাহার সম্পূর্ণ ইতিহাস কেহ জ্ঞাত নহেন। তিনি তাঁহার নিজ অংশের, সমুদায় সম্পত্তি তাহার অপর চার ভ্রাতাকে সমান অংশে ভাগ করিয়া দেন। বর্ত্তমানে তাঁহার বংশধরগণ "সরসার-মিত্র" বলিয়া জনসমাজে পরিচিত হন। তাঁহার বিষয় নিম্নলিখিত কবিতাটী পাওয়া যায়:—

"মিত্র লালবিহারী, মধ্যম বলি গণ্য
সর্শা গ্রামে যান, বাস করিবার জন্য,
আপন সহোদরে তিনি, দেন নিজ অংশ
কাজেই জেজুর গ্রামে নাই তাঁর বংশ।"

হরেকৃষ্ণের তৃতীয় পুত্র তোতারাম, একজন সদালাপী ও সধর্ম্মপরায়ণ পুরুষ ছিলেন, তিনি স্বীয় অধ্যবসায় গুণে অশেষ উন্নতি সাধন করেন। ইনি অকালে চার পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠ গোকুল হরি, মধ্যম রামমোহন, তৃতীয় পরাণকৃষ্ণ এবং কনিষ্ঠ নবকৃষ্ণ। (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৪০)

হরেকৃষ্ণের চতুর্থ পুত্র দাতারাম সরলচিত্ত, সদালাপি এবং সত্য সত্যই দাতা ছিলেন। তিনি দয়া ও দাক্ষিণ্যের জন্য সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি পৈত্রিক দেবসেবা, দেবমন্দির সংস্কার ও স্থাপন প্রভৃতি

বিবিধ ক্রিয়াকলাপাদি করিয়া খ্যাতি লাভ করেন। ইহার সময়ে মুসলমান রাজত্বের পতন হইয়া ইংরাজদের অভ্যুত্থান হয়। এবং তিনি কলিকাতায় গিয়া ওয়ারেন হেষ্টিংসের নিকট কর্ম্ম করেন। তাঁহার সহিত মিঃ মাউট নামক এক ইংরাজও কর্ম্ম করিত। ইংরাজি প্রায় ১৭৭৫ খৃষ্টাব্দে কাশীর রাজা চৈৎসিং ইংরাজ সরকারের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া বিদ্রোহ-ধ্বজা উড্ডান করেন। হেষ্টিংস তজ্জন্য মিঃ মাউটকে তাঁহার বিশ্বস্ত কর্ম্মচারী লইয়া কাশীতে আসিতে অনুরোধ করেন। মাউট সাহেব তাহার কথামত দাতারামকে সঙ্গে লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং দাতারাম ইহাতে যে বহু অর্থ পাইবেন, তাহারও আশ্বাস দেন। দাতারাম যাইতে স্বীকৃত হন, এবং তজ্জন্য কাশী যাইবার পূর্ব্বে, জেজুরে তাঁহার আত্মীয় পরিজনদের সহিত দেখা করিবার মানসে, জেজুরে যান এবং তথায় তাঁহার সমুদায় কথা শ্রবণ করিয়া তাঁহার বাল-বিধবা ভগ্নী বিষ্ণুপ্রিয়া দেবী তাহার অমঙ্গল হইবে ভাবিয়া, তাহাকে গৃহে বদ্ধ করিয়া রাখেন—তজ্জন্য তাহার যাওয়া হয় নাই। পরে, যুদ্ধ শেষে মাউট সাহেবের নিকট যাইলে, মাউট সাহেব তাঁহাকে ৭৫ হাজার টাকা দেন। তিনি তাহার ভগ্নী বিষ্ণুপ্রিয়ার জন্য মদনগোপাল জীউর বিগ্রহ প্রতিষ্ঠা করেন এবং তাহাকে তাহার বৈধব্য যন্ত্রণা ভুলাইবার জন্য উহার সেবিকা নিযুক্ত করেন। তিনি গ্রামের মধ্যেও একটী শিবমূর্ত্তি স্থাপনা করেন—তাহার প্রতিষ্ঠিত শিবমন্দির এবং মদনগোপালের মন্দির অদ্যাপিও তাঁহার পুণ্য কীর্ত্তির সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে। ইনি চার পুত্র রাখিয়া ৪৪ বৎসর বয়সে পরলোক গমন করিলে, ইহার সতী সাধ্বী স্ত্রী শ্রীমতী হরিপ্রিয়া দেবী স্বামীর সহিত সহমৃতা হন। ইহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম গৌরহরি, মধ্যম শ্রীহরি, তৃতীয় রাধাকৃষ্ণ এবং কনিষ্ঠ রামধন। (কায়স্থ-কারিকা পৃষ্ঠা ২৩৯)

দাতারামের বিষয় নিম্নলিখিত কবিতাটি পাওয়া যায় :—

"মিত্রকুল চূড়ামণি যশের আলয়
চৈতন্য প্রভুর ভক্ত সরল হৃদয়,
হিন্দী ও উর্দ্দু পারস্য, ভাষায় সুপণ্ডিত
হ'য়ে মান্যগণ্য তিনি, হলেন নিশ্চিত।
একমাত্র দাতা তুমি, করুণা নিধান—
আচম্বিতে দাতারাম কর অর্থ দান ;"

হরেকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র জগন্নাথ একজন সুশিক্ষিত এবং দয়া দাক্ষিণ্য ও দানধর্ম্মের জন্য বিখ্যাত ছিলেন। ইনি, ইঁহার পিতা এবং ন-দাদার কীর্ত্তি কলাপাদি সুসম্পন্ন করিতে সর্ব্বদা চেষ্টিত হইতেন। পরোপকার ইনি জীবনের কর্ত্তব্য কার্য্য বলিয়া মনে করিতেন এবং পরহিতার্থে মুক্ত হস্তে দান করিতেন। ইনি পারস্য ভাষায় একজন সুপণ্ডিত ছিলেন, এবং ঘোড়ায় চড়িতে অতিশয় ভাল বাসিতেন। ইনিও দেবসেবা এবং দেবমন্দির সংস্কার প্রভৃতি ক্রিয়াকলাপাদি করেন। দাতারাম প্রতিষ্ঠিত শিব মন্দিরের প্রাঙ্গণে ইনি চড়কের প্রবর্ত্তন করেন। ইঁহার স্বীয় বাসভূমিতে, জায়গার সঙ্কুলান না হওয়ার দরুন, ইনি নিজ বাসভূমি 'তালা' পুষ্করিণীর উত্তর পাড়ে স্থানান্তরিত করেন এবং তথায় আলাদা সদরবাড়ি নির্ম্মাণ করাইয়া, খুব জাঁক জমকের সহিত দোল দুর্গোৎসবাদি করিয়া তৎকালিন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহার প্রবর্ত্তিত চড়ক পূজা অদ্যাপিও বর্ত্তমান রহিয়াছে। ইনি খুব সাহসী ছিহেন, কিন্তু কষ্ট সহিষ্ণু ছিলেন না। ইনি খুব হরিভক্ত এবং নিষ্ঠাবান ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ৯৬ বৎসর বয়ঃক্রম কালে চার পুত্র রাখিয়া সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম কৃষ্ণকান্ত, মধ্যমের নাম কৃষ্ণপ্রসাদ, তৃতীয়ের নাম, শ্রীদামচন্দ্র এবং কনিষ্ঠের নাম সুবলচন্দ্র। (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৩৯)

জগন্নাথের বিষয় নিম্নলিখিত কবিতাটী পাওয়া যায় :—

"হরেকৃষ্ণ মহাত্মার কনিষ্ঠ তনয়
যোগ্যপাত্র জগন্নাথ মিত্র মহোদয়।
প্রথমতঃ ভ্রাতৃধনে, পুত্র ধনে পরে
জীবন কাটান সুখে ধরণী-ভিতরে।
দীর্ঘায়ু পুণ্যাত্মা তিনি, বিদিত সংসার
হরিনাম জপমালা ছিল অনিবার।
দুষ্টলোকে যম সম তাঁহারে দেখিত
শিষ্ঠ লোক উপকারী সতত ভাবিত।"

রামরামের পুত্র জয়গোপাল চারপুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন—জ্যেষ্ঠ হলধর, মধ্যম মধুসূদন, তৃতীয় শম্ভুনাথ এবং কনিষ্ঠ ঈশ্বরচন্দ্র। ইহার জ্যেষ্ঠ এবং তৃতীয় পুত্র হলধর এবং শম্ভুনাথ অকালে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন বলিয়া—তাহাদের বংশ বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে।

তোতারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোকুলহরি একজন সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ছয় পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। জ্যোষ্ঠ ঠাকুরদাস, মধ্যম গুরুদাস, তৃতীয় বিপ্রদাস, চতুর্থ রামদাস, পঞ্চম নবীনদাস এবং কনিষ্ঠ শ্যাম। ইহার তৃতীয় পুত্র বিপ্রদাস নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন বলিয়া উহার বংশক্রম বন্ধ হইয়া গিয়াছে।

তোতারামের মধ্যম পুত্র পরাণকৃষ্ণ পাঁচ পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন—জ্যেষ্ঠ দৈবকী, মধ্যম কৈলাস, তৃতীয় দ্বারিকা, চতুর্থ কৃষ্ণ এবং কনিষ্ঠ শ্রীনাথ। তন্মধ্যে ইহার তৃতীয় এবং চতুর্থ পুত্র দ্বারিকা এবং কৃষ্ণদাস ইহার জীবদ্দশাতেই লোকান্তরিত হন।

তোতারামের কনিষ্ঠ পুত্র নবকৃষ্ণ দুই পুত্র রাখিয়া গতাসু হন—জ্যেষ্ঠ রামতারণ এবং কনিষ্ঠ দীনতারণ। দীনতারণ নিঃসন্তান অবস্থায় অকালেই লোকান্তরিত হন।

দাতারামের জ্যেষ্ঠ পুত্র গৌরহরি খুব সাহসী ছিলেন, এবং স্বীয় অধ্যবসায় গুণে অবস্থার উন্নতি করেন। তিনি একপুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। তাহার নাম হরিশ্চন্দ্র।

দাতারামের মধ্যম পুত্র শ্রীহরি খুব তেজস্বী পুরুষ ছিলেন, ইহার শৈশবাবস্থায় পিতৃবিয়োগ হওয়াতে খুব কষ্ট পান এবং তিনি পুনরায় তাহার পিতৃবন্ধু মাউট সাহেবের নিকট যাইবার মনস্থ করেন, কিন্তু আত্মীয়বর্গ তাহাকে নিরস্ত করেন। তিনি দুই পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন—জ্যেষ্ঠ মথুরানাথ এবং কনিষ্ঠ স্বরূপচন্দ্র। (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৪০)

শ্রীহরির বিষয় নিম্নলিখিত কবিতাটী পাওয়া যায় :—

"এ ধরায় যাবতীয় আছে যে ব্যাপার
দেখা যায় সমুদায়—দুখের আগার,
দুখের সহিত শুধু করিতে সমর—
শ্রীহরি জন্মেন মাত্র অবনী ভিতর ;
সহিষ্ণুতা গুণ তারে—কিছুতে ব্যাকুল
করিতে যে পারে নাই—তাহা নির্ভুল।"

দাতারামের তৃতীয় পুত্র রাধাকৃষ্ণ যৌবনের প্রারম্ভেই এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন—তাহার নাম কাশীনাথ।

দাতারামের কনিষ্ঠ পুত্র রামধন এক পুত্র রাখিয়া গতাসু হন—তাহার নাম ভোলানাথ। ভোলানাথও এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন—তাহার নামে হেমচন্দ্র। হেমচন্দ্র অকালেই দেহত্যাগ করেন।

জগন্নাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণকান্ত সদালাপী এবং সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। তিনি ছয় পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। জ্যেষ্ঠ গোরাচাঁদ, মধ্যম কালাচাঁদ, তৃতীয় বৈকুণ্ঠ, চতুর্থ গোপাল, পঞ্চম রূপচাঁদ এবং কনিষ্ঠ

বদনচাঁদ (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৪০)। ইহার চতুর্থ এবং পঞ্চম পুত্র গোপাল এবং রূপচাঁদ নিঃসন্তান অবস্থায় অকালে পরলোকগমন করেন বলিয়া ইহাদের বংশ বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে।

জগন্নাথের মধ্যম পুত্র কৃষ্ণপ্রসাদ ধার্ম্মিক এবং স্বধর্ম্মপরায়ণ ছিলেন। তিনি খুব সাহসী পুরুষ ছিলেন। হরিনামের তুল্য যে আর কিছু পৃথিবীতে নাই তিনি তৎবিষয়ে সকলকে শিক্ষা দিতেন। তিনি তিন পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন—তাহাদের নাম পরমানন্দ, অদ্বৈত ও দামোদর (কাঃ কাঃ পৃষ্ঠা ২৪০)। কৃষ্ণপ্রসাদের বিষয় এইরূপ কবিতাটী শ্রুত-হয়—"কৃষ্ণপ্রসাদ হরিভক্ত হরিপরায়ণ—আত্মত্যাগী তিনি, তাঁর কৃপাতেই হন।"

জগন্নাথ মিত্রের তৃতীয় পুত্র শ্রীদামচন্দ্র একজন স্বনামধন্য সাধক পুরুষ ছিলেন। ইনি স্বধর্ম্মনিষ্ঠ, সদালাপী ও পরোপকারী ব্যক্তি—ইহার প্রগাঢ় মাতৃভক্তি ছিল। ইনি পরদুঃখে অতিশয় কাতর হইতেন—এবং পরদুঃখ মোচনার্থে যথাসাধ্য চেষ্টিত হইতেন। ইনি গোপনে বহু দরিদ্রকে বহু অর্থ দান করিতেন। পিতা এবং পিতামহের পদাঙ্ক অনুসরণ পূর্ব্বক দেশহিতকর বহু কার্য্য করিয়াছিলেন। ইনি একজন নিষ্ঠাবান হিন্দু ছিলেন—এমন কি হরিনাম না করিয়া জলগ্রহণ করিতেন না। ইনি স্বীয় অধ্যবসায় গুণে নিজ অবস্থার অশেষ উন্নতি সাধন করেন, এবং দোলদুর্গোৎসবাদি প্রভৃতি বিবিধ হিন্দু শাস্ত্রোক্ত নিত্যনৈমিত্তিক ক্রিয়া কলাপাদি করিয়া তৎকালীন সমাজে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। ইহার বংশ "এক-পুরুষে বংশ" বলিয়া খ্যাত। অর্থাৎ ইহার বংশধরগণের প্রত্যেকেরই একটী করিয়া পুত্র জন্মে এবং বিশেষত্ব যে কাহারও প্রায় কন্যা হয় নাই বা হইলেও বাঁচে না। ইনি এক পুত্র রাখিয়া সজ্ঞানে ভগবানের নাম

করিতে করিতে দেহত্যাগ করেন। ইহার পুত্রের নাম বিশ্বম্ভর (কায়স্থ-কারিকা পৃষ্ঠা ২৪০)।

শ্রীদামচন্দ্রের বিষয় নিম্নলিখিত কবিতাটী পাওয়া যায়:—

"জগন্নাথ মহাত্মার তৃতীয় তনয়
সুমতি শ্রীদামচন্দ্র বহু গুণালয়।
ধরায় যে ধর্ম্মপথ, পরে তিনি পান
সে আশ্রয়ে মনে তাঁর, জন্মে দিব্য জ্ঞান;
তাতে সহিষ্ণুতা-গুণ এত বৃদ্ধি পায়,
সহজে, সংসার জ্বালা সহিলেন তায়।"

জগন্নাথের কনিষ্ঠ পুত্র সুবলচন্দ্র চার পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠ হরিদাস, মধ্যম বৈষ্ণব, তৃতীয় গোঁসাইদাস এবং কনিষ্ঠ ভগবান। তাঁহার একমাত্র কনিষ্ঠ পুত্র ভগবান ব্যতীত অপর সকলে নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিত হয় বলিয়া তাঁহাদের বংশ বর্ত্তমানে লোপ পাইয়াছে।

শম্ভুনাথ চার পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন—জ্যেষ্ঠ রাধানাথ, মধ্যম উমাচরণ, তৃতীয় ব্রজ এবং কনিষ্ঠ রঘুনাথ; তন্মধ্যে উমাচরণ, ব্রজ এবং রঘুনাথ নিঃসন্তান অবস্থায় গত হন।

রামলোচনের জ্যেষ্ঠ পুত্র নীলমাধব তিন পুত্র রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ তিনকড়ি, মধ্যম ভোলানাথ এবং কনিষ্ঠ হরিপদ। হরিপদ নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন বলিয়া তাহার বংশ বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে।

রামলোচনের কনিষ্ঠ পুত্র গোবর্দ্ধন এক পুত্র রাখিয়া গতাসু হন—তাহার নাম অধর। অধর অকালে পরলোক গমন করেন।

জয়গোপালের মধ্যম পুত্র মধুসূদন পাঁচপুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন—জ্যেষ্ঠ নিত্যানন্দ, মধ্যম পরমানন্দ, তৃতীয় রামানন্দ, চতুর্থ শিবানন্দ

এবং কনিষ্ঠ সদানন্দ। ইহার মধ্যম এবং কনিষ্ঠ পুত্র পরমানন্দ ও সদানন্দ নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন।

জয়গোপালের কনিষ্ঠ পুত্র ঈশ্বরচন্দ্র দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন—জ্যেষ্ঠ অম্বিকা এবং কনিষ্ঠ অধর; ইহারা দুই ভাই নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন।

গোকুলহরির জ্যেষ্ঠপুত্র ঠাকুরদাস একজন মিষ্টভাষী ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন; ইনি দুই দার পরিগ্রহ করেন। প্রথমার গর্ভে নন্দলাল এবং দ্বিতীয়ার গর্ভে শচীদুলালের জন্ম হয়। ইনি দুইপুত্র রাখিয়া গতাসু হন।

নন্দলাল একজন কৃতী পুরুষ ছিলেন এবং জনহিতকর বহু কার্য্য করিয়া প্রতিষ্ঠা লাভ করেন। তিনি কণ্ট্রোলার অফ পোষ্ট অফিসের, সুপারিণ্টেণ্টে কার্য্য করিয়া পরিশেষে সরকারী বৃত্তি পান এবং বহু দরিদ্রের চাকুরী করিয়া দেন। তিনিই প্রথমে জেজুর ইউনিয়ন বোর্ডের সভাপতি হন, এবং তাঁহারই ঐকান্তিক চেষ্টায় 'জেজুর-হড়া রোড' নামক রাস্তাটী আমূল পরিবর্ত্তিত হইয়া প্রস্তুত হয়। তিনি এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন—তাহার নাম অমূল্যকৃষ্ণ।

শচীদুলাল দুই পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জোষ্ঠ ননীলাল এবং কনিষ্ঠ পান্নালাল; তাহারা বর্ত্তমানে দেশ ছাড়িয়া দিয়াছেন এবং কলিকাতায় চাকুরী করেন।

গোকুলহরির মধ্যম পুত্র গুরুদাস চার পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন—জ্যেষ্ঠ কিশোরী মধ্যম বিহারী, তৃতীয় ব্রজ এবং কনিষ্ঠ নিমাই। ইনি মিলিটারি একাউণ্টস্ অফিসে চাকুরী করিতেন। বিহারী এক পুত্র রাখিয়া গতাসু হন—তাহার নাম জগন্নাথ। কিশোরী এবং ব্রজ নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিত হন। নিমাই এক পুত্র রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন—তাহার নাম হরি। হরির পুত্রের নাম সত্যকিঙ্কর।

গোকুলহরি চতুর্থ পুত্র রামদাস একজন দয়ালু ব্যক্তি ছিলেন এবং স্বীয় অধ্যবসায় বলে প্রভুত অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন—জ্যেষ্ঠ গোপাল এবং কনিষ্ঠ গোষ্ঠ।

গোপাল একজন ক্রিয়াশীল ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিবিধ দান এবং সদনুষ্ঠানের জন্য সকলের প্রিয় পাত্র ছিলেন। তিনি তাঁহার স্বর্গগত পিতৃদেবের স্মৃতি রক্ষার্থে 'কানা' নদীর উপর যান-বাহন চলাচলের জন্য বহু অর্থ ব্যয়ে একটী পুল নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। তিনি কূলপুরোহিতদের কৃষ্ণ বলরাম জীউর বিগ্রহ থাকিবার কোনরূপ মন্দিরাদি না থাকায় তথায় একটী মন্দির করাইয়া দেন। তিনি আরও বহু জনহিতকর কার্য্য করিবার সংকল্প করিয়াছিলেন—কিন্তু অকালে নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন বলিয়া তাহার কার্য্য সমুদায় অসম্পূর্ণ রহিয়া যায়।

গোষ্ঠ নিঃসন্তান অবস্থায় লোকান্তরিত হন।

নবীনদাস মুক্তারী করিতেন। তিনি পাঁচ পুত্র রাখিয়া গত হন। জ্যেষ্ঠ ব্রজ, মধ্যম কানাই এবং কনিষ্ঠ হীরালাল ও অপর দুইজনের নাম অজ্ঞাত। কনিষ্ঠ হীরালাল ছাড়া সকলেই নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন।

হীরালাল ডেপুটী একাউন্টেণ্ট জেনারেল আফিসে কার্য্য করিতেন এবং বর্ত্তমানে সরকারি বৃত্তি পান। তাঁহার একমাত্র পুত্র শ্রীনারায়ণও পিতার অফিসে কার্য্য করিতেন কিন্তু অকালে গতাসু হন।

মধুসূদন চার পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠ যুগল, মধ্যম ব্রজ তৃতীয় গোপাল এবং কনিষ্ঠ হাবু। একমাত্র গোপাল ছাড়া সকলেই নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন। গোপালের দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ জিতেন, কনিষ্ঠ সুরেন।

দৈবকী নন্দন চাকুরী করিতেন এবং এক পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। তাহার পুত্রের নাম মনীন্দ্রনাথ।

মনীন্দ্রনাথ গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ ষ্টোরের বড় বাবু ছিলেন এবং এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। তাহার পুত্রের নাম সন্তোষকুমার।

কৈলাস সহৃদয় এবং মিষ্টভাষী ব্যক্তি ছিলেন, তিনি তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠের নাম ব্রহ্মা, মধ্যম বিষ্ণুপদ এবং কনিষ্ঠের নাম মহেশ্বর। ব্রহ্মা এবং মহেশ্বর নিঃসন্তান অবস্থায় গত হন।

বিষ্ণুপদ একজন নিষ্ঠাবান, সদাশয়, সদালাপী এবং মিষ্টভাষী ব্যক্তি ছিলেন। তাহার ন্যায় ধর্ম্মভীরু ব্যক্তি আজকাল অতি বিরল। তিনি বিখ্যাত সওদাগর থেকার স্পিঙ্ক এণ্ড কোম্পানির অফিসে প্রায় ৫৭ বৎসর চাকুরী করিয়া পরে পেনসন পান। তিনি জেজুরের বহু জন-হিতকর কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন এবং জেজুর-হড়া-রোড নামক রাস্তাটি পরিবর্ত্তিত করাইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন। তিনি তিন পুত্র রাখিয়া দেহত্যাগ করেন। জ্যেষ্ঠ দেবনারায়ণ, মধ্যম নরোত্তম এবং কনিষ্ঠ অদ্বৈত।

দেবনারায়ণও একজন মিষ্টভাষী ব্যক্তি। ইনি ই, বি, রেলওয়েতে ‘পি, ডবলিউ, আই’-এর কার্য্য করিয়া বিত্তশালী হন। তিনি শালিকায় সুবৃহৎ আবাস ভবন নির্ম্মাণ করিয়াছেন এবং গ্রামে জলকষ্ট নিবারণার্থে একটি নলকূপ করাইয়া দেন। ইহার একপুত্র নাম হারাধন।

নরোত্তম সৈদপুরে চাকুরী করেন।

অদ্বৈত একজন সুশিক্ষিত ব্যক্তি ইনিও ই, বি রেলওয়েতে চাকুরী করেন।

শ্রীনাথ একপুত্র রাখিয়া গত হন, তাহার নাম দেবেন্দ্র।

রামতারণ চাকুরী করিতেন, এবং তিনপুত্র, রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ, গোপাল, মধ্যম প্রিয়নাথ এবং কনিষ্ঠ গৌরচন্দ্র, ইহার প্রথম দুই পুত্র নিঃসন্তান অবস্থায় গত হন।

গৌরচন্দ্র একপুত্র রাখিয়া গতাসু হন। তাহার নাম লক্ষ্মণচন্দ্র।

হরিশ্চন্দ্র তিন পুত্র রাখিয়া পরলোক প্রাপ্ত হন, জ্যেষ্ঠ কালীকৃষ্ণ মধ্যম রামকৃষ্ণ এবং কনিষ্ঠ জয়কৃষ্ণ। রামকৃষ্ণ নিঃসন্তান ছিলেন।

কালীকৃষ্ণ তিন পুত্র রাখিয়া গত হন। জ্যেষ্ঠ নবগোপাল, মধ্যম শ্যাম এবং কনিষ্ঠ মন্মথ। তন্মধ্যে নবগোপাল নিঃস্তান অবস্থায় গত হন।

শ্যাম একজন সদালাপী ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি ছিলেন, ইনি মার্টিন এণ্ড কোম্পানিতে চাকুরী করিতেন। ইনি অকালে বিসূচিকা রোগে একপুত্র রাখিয়া গতাসু হন। তাহার পুত্রের নাম সরেশচন্দ্র।

সরেশচন্দ্রও পিতার ন্যায় একজন সদালাপী ব্যক্তি, ইনিও পিতার অফিসে চাকুরী করেন। ইহার একপুত্র, তাহার নাম বাসুদেব।

কালীকৃষ্ণের কনিষ্ঠ পুত্র মন্মথ ভ্রাতৃশোকে অকালে তিনপুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠ সত্যপ্রসাদ, মধ্যম পরেশচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ মনীন্দ্রনাথ।

সত্যপ্রসাদও একজন পরোপকারী ব্যক্তি। ইনি ব্যবসায় করেন ও কংগ্রেসের একজন সভ্য। ইহার একপুত্র জন্মে, কিন্তু পুত্রটি অকালে প্রাণত্যাগ করে।

হরিশ্চন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র জয়কৃষ্ণ একজন সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি গণিতজ্ঞ গৌরীশঙ্কর দের একজন বিশিষ্ট বন্ধু ছিলেন। ইনি দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ প্রসাদচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ প্রবোধচন্দ্র।

প্রসাদচন্দ্র ই, বি, রেলওয়ে চাকুরী করিতেন এবং অকালে একপুত্র রাখিয়া গতাসু হন। ইহার পুত্রের নাম ননীগোপাল।

প্রবোধচন্দ্র চিকিৎসা বিষয়ক ব্যবসায়াদি করেন, ইহার একপুত্র নাম রবীন্দ্রনাথ।

স্বরূপচন্দ্র একজন পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। তিনি এরূপভাবে চলাফেরা করিতেন যে সত্যসত্যই তাহার স্বরূপ কেহ চিনিতে পারিত না। তাহার দাদা বলিয়া একটী খ্যাতি ছিল। তিনি তিন পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। জ্যেষ্ঠ গোবিন্দ, মধ্যম রাধামাধব এবং কনিষ্ঠ সুধামাধব। গোবিন্দ এবং সুধামাধব নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন।

রাধামাধব * একজন কৃতী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি একজন উচ্চ-শিক্ষিত এবং তৎকালীন সিনিয়র স্কলারশিপ প্রাপ্ত। ইনি যেমন সধর্ম্ম-পরায়ণ ও সদালাপী ব্যক্তি সেইরূপ রাজভক্ত ও কাব্যানুরাগী ছিলেন। ইনি ভারত সম্রাট পঞ্চম জর্জের ভারতে আগমন কালে, সরকার কর্ত্তৃক রাজকীয় অভ্যর্থনা সামতির একজন সদস্য মনোনীত হন এবং "সম্রাট ও সম্রাজ্ঞীর অভ্যর্থনা শীর্ষক" কয়েকখানি পুস্তকও প্রণয়ন করেন। ইহার 'কবিতাবলী' প্রথম ভাগ, দ্বিতীয় ভাগ, তৃতীয় ভাগ, চতুর্থ ভাগ, পঞ্চম ভাগ, "বোধেন্দুদয়" "শারদীয়া মহোৎসব" "স্ত্রী-পুরুষে দ্বন্দ্ব", "ভাব-লহরী" প্রভৃতি বিভিন্ন পুস্তকাবলী ইহার অলৌকিক কবিত্ব শক্তির পরি-চায়ক। ইহার 'ভাবলহরী' নামক পুস্তক তদীয় পুত্র কর্ত্তৃক প্রকাশিত হইলে "বঙ্গবাণী" নামক দৈনিক পত্রিকায় নিম্নলিখিত সমালোচনাটী বাহির হয়—"কবিবর রাধামাধব মিত্র কবি ঈশ্বর গুপ্তের মৃত্যুর পর "সংবাদ প্রভা-করের" সম্পাদক হন। তৎকালীন সময়ে ইহার কবি নামে বিশেষ

---

* রাধামাধবের বিষয় ১৩২৮ সালের "সাহিত্য-পত্রিকায়" এবং ১৩৩৮ সালের "কায়স্থ-পত্রিকায়" নালিকুল-বড়গাছিয়া নিবাসী শ্রীযুক্ত ভোলানাথ ঘোষ বর্ম্মা কর্ত্তৃক বিশদভাবে লিখিত হইয়াছে।

খ্যাতি ছিল, কিন্তু তাহার সর্ব্বাপেক্ষা বেশী খ্যাতি ছিল ধর্ম্মানুশীলনের জন্য, তিনি সহজ ধর্ম্মের উপাসক ছিলেন এবং ঐ সহজ ধর্ম্ম যে কি, তাহা তাহার রচিত গানের বই হইতে বেশ বুঝা যায়"। ইনি সিল্‌স্ ফ্রি কলেজের হেডমাষ্টার ছিলেন এবং পরিশেষে "কবিবর" উপাধি পান। ইনি ঈশ্বর গুপ্তের শিষ্য ছিলেন, এবং "সংবাদ প্রভাকর" "দ্বিজরাজ" ও "সুধাকর" নামক তিনখানি পত্রিকার সম্পাদনা করেন। ইহার পাঁচ পুত্রের মধ্যে মধ্যম, তৃতীয় এবং চতুর্থ তাহার জীবদ্দশাতেই প্রাণত্যাগ করে, এবং তিনি দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। জ্যেষ্ঠ সর্ব্বগুণাকর, মধ্যম রসগুণাকর, তৃতীয় সত্যগুণাকর চতুর্থ গুরুগুণাকর এবং কনিষ্ঠ শশী-গুণাকর।

সর্ব্বগুণাকর * একজন সুশিক্ষিত, সহৃদয় ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন, ইনি ইঞ্জিনিয়ারী করিতেন ও তদ্দ্বারা প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। ইনি দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশের সহপাঠী ছিলেন এবং সমুদায় জনহিতকর কার্য্যে অগ্রণী ছিলেন। ইনি হুগলী ডিষ্ট্রীক্টবোর্ডের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন এবং হুগলী জেলার উন্নতি বিধানার্থে শ্রীরামপুরে "হুগলী সম্মিলনী" নামক এক সমিতি প্রতিষ্ঠা করেন। ইনি প্রাদেশিক কংগ্রেসের একজন সভ্য ছিলেন। ইনি বিডন ষ্ট্রীটের পৈত্রিক বাড়ী ত্যাগ করিয়া কালীঘাটে সুবৃহৎ আবাসভূমি নির্ম্মাণ করেন। ইনি পাঁচ পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠ সুশীলগুণাকর, মধ্যম সুবোধগুণাকর, তৃতীয় সুজন-গুণাকর, চতুর্থ সুধীরগুণাকর এবং কনিষ্ঠ সুবীরগুণাকর।

শশীগুণাকর, পিতার অপ্রকাশিত দু-একখানি পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহার এক পুত্র নাম সুনীলগুণাকর।

কাশীনাথ পাঁচ পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠ পিয়ারী,

---

* "কায়স্থ-পত্রিকা"—৩২শ বর্ষ, পৃষ্ঠা—১৭০, ৩১শ বর্ষ, পৃষ্ঠা—৪১২

মধ্যম রাইচরণ, তৃতীয় কিশোরী চতুর্থ সাধু এবং কনিষ্ঠ রাধাচরণ। তন্মধ্যে সাধু এবং রাধাচরণ নিঃসন্তান অবস্থায় গত হন।

পিয়ারী একজন সহৃদয় ব্যক্তি, এবং পারস্য ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন, তিনি অকালে এক পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। তাহার পুত্রের নাম মতিলাল।

মতিলাল ব্যবসায়াদি করিয়া যথেষ্ঠ অর্থোপার্জ্জন করেন এবং দুই পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠ অমূল্য এবং কনিষ্ঠ জীবন। অমূল্য দেশ-ত্যাগ করিয়া যে কোথায় বাস করিতেছে তাহা কেহ জানে না। এবং জীবন হাবা, তবে হাবা হইলেও বিড়ির ব্যবসা করিয়া মাতা এবং ভগিনীর ভরণপোষণ চালায়, জীবনের ন্যায় পরোপকারী এবং সদাশয় ব্যক্তি খুবই বিরল।

রাইচরণ একজন ক্ষমতাবান ব্যক্তি ছিলেন এবং তাহার ভয়ে গ্রামস্থ সকলে ভীত থাকিত। তিনি অতিশয় দুর্দ্দান্ত ছিলেন। এবং দুই পুত্র রাখিয়া গত হন। জ্যেষ্ঠ মাখনলাল এবং কনিষ্ঠ নৃত্যগোপাল

মাখনলাল একজন স্পষ্টবক্তা ও সহৃদয় ব্যক্তি ছিলেন। ইনি খিড়কি পুষ্করিণীর পঙ্কোদ্ধার ও শ্রীশ্রী৺শ্রীধরজীউর মন্দির সংস্কার করাইয়া দেন এবং নিজ অবস্থার অশেষ উন্নতিসাধন করেন। ইহার চার পুত্রের মধ্যে মধ্যম এবং কনিষ্ঠ উহার জীবদ্দশাতেই অকালে গতাসু হয়। জ্যেষ্ঠ বীরেন্দ্র মধ্যম ধীরেন্দ্র, তৃতীয় সুরেন্দ্র এবং কনিষ্ঠ নরেন্দ্র।

নৃত্যগোপাল ব্যবসায়াদি করিতেন এবং দুই পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠ পরেশচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ সুরেশ চন্দ্র।

কিশোরী এক পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন—তাহার নাম গোষ্ঠবিহারী।

গোষ্ঠবিহারী চারপুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠ বিভূতিভূষণ, মধ্যম শশীভূষণ, তৃতীয় ফণিভূষণ এবং কনিষ্ঠ ননীভূষণ।

কৃষ্ণকান্তের জ্যেষ্ঠ পুত্র গোরাচাঁদ দুইপুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠ রাধাবিনোদ এবং কনিষ্ঠ রাধাগতি। রাধাবিনোদের একপুত্র হয় নাম সৃষ্টিধর এবং রাধাগতি নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন।

কৃষ্ণকান্তের মধ্যম পুত্র কালাচাঁদ দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। জ্যেষ্ঠ বেনীমাধব এবং কনিষ্ঠ হরিমাধব।

বেণীমাধব একজন নিষ্ঠাবান ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি কলিকাতায় চাকুরী করিয়া নিজ অবস্থায় অশেষ উন্নতি সাধন করেন। ইনি খুব কষ্ট সহিষ্ণু ব্যক্তি ছিলেন। ইনি তিনবার দারপরিগ্রহ করেন, প্রথমার গর্ভে সন্তানাদি হয় নাই, দ্বিতীয়ার গর্ভে এক পুত্র এবং তৃতীয়ার গর্ভে চার পুত্র হয়। ইনি পাঁচ পুত্র রাখিয়াই গত হন। জ্যেষ্ঠ পঞ্চানন, মধ্যম পুলিনবিহারী, তৃতীয় পতিতপাবন, চতুর্থ হৃদয়ভূষণ এবং কনিষ্ঠ ভূপেন্দ্রনাথ।

হরিমাধব একজন সুশিক্ষিত এবং সহৃদয় ব্যক্তি। ইনি জনহিতকর বহু কার্য্য করিয়া গ্রামস্থ সকলের কাছে ধন্যবাদার্হ হন। ইনি পোষ্ট মাষ্টার জেনারেলের অফিসে চাকুরী করিতেন এবং বর্ত্তমানে সরকারী বৃত্তি পান। ইহ'র স্ত্রী গতাসু হওয়ার পর ইনি আর দারপরিগ্রহ করেন নাই। ইহার চেষ্টায় জেজুর পোষ্ট অফিস এবং জেজুর বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। 'হড়া জেজুর রোড' প্রস্তুত করাইতে ইনি একজন প্রধান উদ্যোগী ছিলেন। ইনি 'ছোট-মিত্রদের' ব্যবহারের জন্য আলাদা সদরবাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। ইহার বিনয় নামে এক পুত্র হয়, কিন্তু পুত্রটী অকালেই পরলোক গমন করে।

কৃষ্ণকান্তের তৃতীয় পুত্র বৈকুণ্ঠ এক পুত্র রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ

করেন। তাহার নাম বল্লভ। বল্লভের একপুত্র নাম সত্য। সত্য নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন।

কৃষ্ণকান্তের কনিষ্ঠ পুত্র বদনচাঁদ দুই পুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠ বঙ্কু এবং কনিষ্ঠ কুঞ্জ। ইহারা দুইজনেই নিঃসন্তান অবস্থায় গত হন।

কৃষ্ণপ্রসাদের পুত্র পরমানন্দ একজন 'আপনভোলা' সাধক ছিলেন। ইনি নিষ্ঠাবান, সদালাপী এবং মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। তিনি পদব্রজে ভারতবর্ষের বহু তীর্থস্থান পর্য্যটন করেন এবং বৃন্দাবন হইতে একটী তমালবৃক্ষ আনিয়া তালা পুষ্করিণীর পাড়ে রোপণ করেন বলিয়া, সেই স্থানটী বর্ত্তমানে 'তামালতলা' নাম ধারণ করিয়াছে। ইনি শ্রীমদ্ভাগবত শুনিতে বড় ভাল বাসিতেন, এবং যেখানেই ভাগবত পাঠ হইত তথায় যাইতেন, তিনি তিন পুত্র রাখিয়া সজ্ঞানে পরলোকগমন করেন। জ্যেষ্ঠ পুত্রের নাম রাখাল, মধ্যম কিশোরী এবং কনিষ্ঠ গৌর।

রাখাল একপুত্র রাখিয়া গত হন তাহার নাম নগেন্দ্রনাথ। এবং কিশোরী ও গৌরচন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন।

শ্রীদামচন্দ্র একপুত্র রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন—তাহার নাম বিশ্বম্ভর *। বিশ্বম্ভর নিষ্ঠাবান, সদালাপী, মিষ্টভাষী এবং মুক্তহস্ত পুরুষ ছিলেন। ইনি জাহাজের কার্য্য করিতেন, এবং স্বীয় অধ্যবসায়গুণে ঐ কার্য্য করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন পূর্ব্বক যাবতীয় ক্রিয়া কলাপাদি করিয়া তৎকালীন সমাজে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ইনি পিতৃপুরুষদের প্রতিষ্ঠিত যাবতীয় ক্রিয়া কলাপাদিতে সর্ব্বদা গৌরব অনুভব করিতেন এবং তাহাদের সুনাম যাহাতে চিরদিন অক্ষুণ্ণ থাকে তাহা করিতে সর্ব্বদা

---

* ইহার জীবনী কায়স্থ-পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। (৩২শ বর্ষ পঞ্চম সংখ্যা পৃষ্ঠা ১৬৯)।

চেষ্টিত হইতেন। ইনি তাঁহার পিতৃপিতামহের অনেক গুণের অধিকারী হইয়া অল্পবয়সেই যশস্বী হন। এই সদাপ্রফুল্ল, অমায়িক, বন্ধুবৎসল ও পরোপকারী পুরুষ বহু অনাথ বিধবা স্কুল কলেজ ও টোলের ছাত্রদিগকে মাসিক সাহায্য করিতেন। কন্যাদায় এবং পিতৃমাতৃ দায়গ্রস্থ ব্যক্তিগণ তাহার সাহায্য লাভে কখনও বঞ্চিত হন নাই। তাহার মাতার দানসাগর শ্রাদ্ধে, তৎকালীন সময়ে তিনি প্রায় চার সহস্র টাকা খরচ করেন। ইনি শালিকায় সুরম্য অবাস ভবন নির্ম্মাণ করাইয়া তথায়ও যথাযথ ভাবে হিন্দু শাস্ত্রোক্ত বহু ক্রিয়া করেন। ইনি কেটদলের ঘোষেদের বাড়ি বিবাহ করেন। তিনি জাহাজের রসদ যোগাইতেন, কার্য্যে গোলযোগ বশতঃ তাঁহার রাজদণ্ড হয় এবং কারাবাস কালেই তাঁহার জীবনের অবসান হয়। তৎকালীন স্বনামধন্য ব্যবহারাজীব (পরে জজ) ৺সারদাচরণ মিত্র মহাশয় বিচার কালে তাঁহার পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন। হাইকোর্টে এই মামলা চালাইতে তৎকালে প্রায় পঞ্চ সহস্র মুদ্রা ব্যয় হইয়াছিল। ইহার পুত্রের নাম রাধারমণ। এবং ইহাদের বংশ "একপুরুষে বংশ" বলিয়া খ্যাত। কবিবর রাধামাধব, তিনি পরলোক গমন করিলে সংবাদ সুধাকরে তাঁহার জীবনী আলোচনা প্রসঙ্গে নিম্নলিখিত কবিতাটি লেখেন—

"এ কালে কি সে কালে
কোন কালে আর
এরূপ মহতী কীর্ত্তি
জেজুরের বা কার ?" *

---

* 'সংবাদ সুধাকর'—১৫ই বৈশাখ ১২৭৭
কায়স্থ-পত্রিকা—সন ১৩৪০, ভাদ্র পৃষ্ঠা ১৬৯।

বিশ্বম্ভরের পুত্র রাধারমণ ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়েতে চাকুরী করিতেন, কিন্তু তিনি বড় খামখেয়ালী ব্যক্তি ছিলেন এবং তাঁহার স্ত্রী পরলোক গমন করিবার পর, তাঁহার মস্তিস্ক বিকৃত হইয়া যায়; তিনি একপুত্র রাখিয়া গতাসু হন—তাহার পুত্রের নাম আশুতোষ।

সুবলচন্দ্রের কনিষ্ঠ পুত্র ভগবান একজন নিষ্ঠাবান ও সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। ইহাকে মিত্র বাড়ির সকলে বাঘের ন্যায় ভয় করিত। ইনি তৎকালীন সমাজে সমাজপতি ছিলেন এবং ইহার ন্যায় স্পষ্টব্যক্তা ব্যক্তি খুবই কম দেখা যায়। ইনি দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। জ্যেষ্ঠ নারায়নচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ দাশরথি। তন্মধ্যে দাশরথি অকালে ইহধাম ত্যাগ করেন।

নারায়ণচন্দ্র একজন সদালাপী ও মিষ্টভাষী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি গভর্ণমেণ্ট টেলিগ্রাফ ষ্টোর্সের ষ্টোর কিপার ছিলেন। ইনি দুই দারপরিগ্রহ করেন—প্রথমার গর্ভে তিনটী পুত্র ও দ্বিতীয়ার গর্ভে একটী পুত্র হয়। জ্যেষ্ঠ দুলালচন্দ্র, মধ্যম পূর্ণচন্দ্র তৃতীয় যতীশচন্দ্র এবং কনিষ্ঠ ক্ষিতীশচন্দ্র। তন্মধ্যে জ্যেষ্ঠ এবং তৃতীয় উহার জীদ্দশাতেই অকালে গত হয়। ইনি দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন।

পূর্ণচন্দ্র এক সওদাগরী অফিসে কার্য্য করেন।

ক্ষিতীশচন্দ্র একজন কংগ্রেসের সভ্য এবং আইন অমান্য আন্দোলনে বিদ্যালয় ত্যাগ করে ও পিকেটিং করিতে গিয়া দুইবার কারাদণ্ড ভোগ করেন। ইনি দেশের কাজে মনোনিবেশ করিয়াছেন।

মদনমোহনের জ্যেষ্ঠ পুত্র শ্যাম এক পুত্র রাখিয়া গত হন—তাহার পুত্রের নাম নন্দলাল।

নন্দলাল দুই পুত্র রাখিয়া পরলোক গমন করেন। জ্যেষ্ঠ উপেন্দ্র এবং কনিষ্ঠ শশী।

উপেন্দ্রও একজন কৃতী পুরুষ, ইনি খুব মিষ্টভাষী এবং বিদ্বান ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ইষ্টারণ বেঙ্গল রেলওয়ের কলিকাতা অফিসে চিফষ্টোর কিপারি করিয়া প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন। তিনি কলিকাতার বাদুড়বাগানে সুবৃহৎ আবাসভবন নির্ম্মাণ করেন এবং জেজুরে "লক্ষ্মী জনার্দ্দনের" একটী মন্দির প্রস্তুত করাইয়া দেন। ইনি স্বীয় অধ্যবসায়গুণে স্বীয় অবস্থার অশেষ উন্নতি সাধন করেন এবং অকালে দুই পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠ বীরেন্দ্র এবং কনিষ্ঠ হীরেন্দ্র।

শশী ইষ্ট ইণ্ডিয়ান রেলওয়ের ষ্টেশন মাষ্টার ছিলেন এবং তিন পুত্র রাখিয়া গত হন। জ্যেষ্ঠ ধীরেন্দ্র, মধ্যম হরেন্দ্র এবং কনিষ্ঠ শৈলেন্দ্র।

বীরেন্দ্র ইষ্টারন বেঙ্গল রেলওয়ের ডিপো ষ্টোর কিপার। ইহার আট পুত্র—জ্যেষ্ঠ নীরেন্দ্র, মধ্যম গিরীন্দ্র, তৃতীয় ভূপেন্দ্র, চতুর্থ হেমেন্দ্র, পঞ্চম রমেন্দ্র, ষষ্ঠ সত্যেন্দ্র, সপ্তম সৌরেন্দ্র এবং কনিষ্ঠ সমরেন্দ্র।

হীরেন্দ্র ইলেকৃট্রিকের ব্যবসায়াদি করেন। ইনি খুব সদালাপী ব্যক্তি এবং দেশহিতকর কার্য্যে সর্ব্বদা অগ্রণী হন। ইহার দুই পুত্র নাম রবীন্দ্র এবং অতীন্দ্র।

ধীরেন্দ্র চাকুরী করেন এবং ইহার পাঁচ পুত্র—জ্যেষ্ঠ অতীন্দ্র, মধ্যম ক্ষিতীন্দ্র, তৃতীয় রমেন্দ্র চতুর্থ সৌরেন্দ্র এবং কনিষ্ঠ সত্যেন্দ্র।

হরেন্দ্র জি, মেকাঞ্জি এণ্ড কোম্পানির একাউনটেণ্ট—ইহার চার পুত্র, জ্যেষ্ঠ বারীন্দ্র মধ্যম গিরীন্দ্র, তৃতীয় মনীন্দ্র এবং কনিষ্ঠ শুকেন্দ্র।

মদনমোহনের তৃতীয় পুত্র পাঁচকড়ি এক পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন, তাহার নাম ভোলানাথ।

ভোলানাথও নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোক গমন করেন বলিয়া, তাহার সাধ্বী স্ত্রী হরিবালা দেবী, তাহার স্বর্গগত স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে "জেজুর-হড়া রোড" নামক একটী রাস্তা প্রস্তুত করাইয়া দেন। এই বৃহৎ রাস্তাটী অদ্যাপিও ইহার স্ত্রীর পুণ্য কীর্ত্তির পরিচয় দিতেছে।

মদনমোহনের চতুর্থ পুত্র সীতানাথ একপুত্র রাখিয়া গত হন। তাহার নাম দীননাথ। দীননাথ দুই পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন—জ্যেষ্ঠ ভূতনাথ এবং কনিষ্ঠ নকুড়। তাহারা দু-ভ্রাতাই নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন।

শম্ভুনাথের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাধানাথ দুইপুত্র রাখিয়া পরলোকগমন করেন—জ্যেষ্ঠের নাম দেবেন্দ্র এবং কনিষ্ঠের নাম অমৃত।

নীলমাধবের জ্যেষ্ঠ পুত্র তিনকড়ি পাঁচ পুত্র রাখিয়া গত হন। জ্যেষ্ঠ বলাই, মধ্যম কালীদাস, তৃতীয় বিজয়, চতুর্থ বসন্ত, এবং কনিষ্ঠ ভূষণ। বলাই অবিবাহিত, কালীদাস একজন পরোপকারী ব্যক্তি, ইহার এক পুত্র নিত্যনারায়ণ। বিজয় শিক্ষকতা করেন—ইহার একপুত্র সত্য-নারায়ণ। বসন্ত এবং ভূষণ অকালে পরলোক গমন করেন।

নীলমাধবের দ্বিতীয় পুত্র ভোলানাথ পাঁচ পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। জ্যেষ্ঠ সুরেন্দ্র, মধ্যম নগেন্দ্র তৃতীয় জ্ঞানেন্দ্র, চতুর্থ কৃষ্ণ এবং কনিষ্ঠ কানাই।

সুরেন্দ্র তিন পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠ সুদীন, মধ্যম সুধীর এবং কনিষ্ঠ সুনীল।

নগেন্দ্র নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করেন।

জ্ঞানেন্দ্র একজন সদালাপী এবং মিষ্টভাষী ব্যক্তি। ইনি গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলে কার্য্য করেন—ইহার একপুত্র নাম সুকুমার।

কৃষ্ণ মুসলমান ধর্ম্ম গ্রহণ করেন এবং পরে হিন্দু-মিশন কর্ত্তৃক শুদ্ধির দ্বারা পুনরায় হিন্দু হয়। ইনি ব্যবসায়াদি করেন।

কানাই নিঃসন্তান অবস্থায় গত হয়।

মধুসূদনের জ্যেষ্ঠ পুত্র নিত্যানন্দ তিন পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠ কৃষ্ণগতি, মধ্যম রাধাগতি এবং কনিষ্ঠ হরিগতি।

কৃষ্ণগতির দুই পুত্র—জ্যেষ্ঠ যতীন্দ্র এবং কনিষ্ঠ সুরেন্দ্র, তাঁহারা উভয়েই নিঃসন্তান অবস্থায় গতাসু হন বলিয়া তাঁহাদের বংশ বর্ত্তমানে বিলুপ্ত হইয়াছে। রাধাগতির একমাত্র পুত্র নাম নারায়ণ।

হরিগতি দুই পুত্র রাখিয়া ইহধাম ত্যাগ করেন—জ্যেষ্ঠ তুলসী এবং কনিষ্ঠ চরণ। ইহারা কলিকাতায় বাস করেন।

মধুসূদনের তৃতীয় পুত্র রামানন্দ তিন পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠ যোগীন্দ্র মধ্যম পঞ্চানন এবং কনিষ্ঠ হৃষীকেশ।

যোগীন্দ্র চির-কুমার এবং একজন সাধক পুরুষ।

পঞ্চানন পরোপকারী এবং স্পষ্টভাষী ব্যক্তি। ইনি বহু দরিদ্রকে অর্থ সাহায্য করেন। ইনি কেটেলওয়েল বুলেনের বড় বাবু। ইহার তিন পুত্র; বিধুভূষণ, সুকুমার ও লক্ষ্মীনারায়ণ।

হৃষীকেশ ব্যবসায়াদির দ্বারা স্বীয় অবস্থার অশেষ উন্নতি সাধন করেন—ইহার পাঁচ পুত্র জ্যেষ্ঠ সুশীল, মধ্যম সন্তোষ, তৃতীয় সুনীল, চতুর্থ সুবোধ এবং কনিষ্ঠ সনৎ।

মধুসূদনের চতুর্থ পুত্র শিবানন্দ দুই পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠ রাখাল এবং কনিষ্ঠ গোপাল।

রাখাল একজন বিশ্ববিদ্যালয়ের এম, এ উপাধিধারী, উচ্চশিক্ষিত এবং সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি আগরা কলেজে প্রফেসারি করিতেন এবং সেইখানেই বসবাস করিতেন। ইনি তিন পুত্র রাখিয়া লোকান্তরিত হন। জ্যেষ্ঠ সরোজ, মধ্যম কুমুদ এবং কনিষ্ঠ শচীন।

গোপাল ইঞ্জিনিয়ারী করেন। ইনি খুব সদাশয় ব্যক্তি। ইনি বিদেশে থাকেন। ইহার একপুত্র নাম অমিয়।

নন্দলালের একমাত্র পুত্র অমূল্যকৃষ্ণ বাণীর বরপুত্র। ইনি যেমন মিষ্টভাষী, সদালাপী, ও পরোপকারী সেইরূপ সুবিদ্বান, সুবক্তা, সাহিত্যানুরাগী, স্বদেশহিতৈষী মনীষী। ইনি স্বীয় প্রতিভাবলে

বিশ্ববিদ্যালয় হইতে এম্ এ, বি, এল উপাধি পাইয়া যেরূপ কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন, সেইরূপ ওকালতী ব্যবসায়ে ব্রতী হইয়া আইনজ্ঞে, সাধুতায় ও সততায় শ্রেষ্ঠ উকিল বলিয়া পরিগণিত হইয়াছেন। ইনি খিদিরপুরে বাস করেন। পূর্ব্বে ইনি লাহোর ডি, এ, ভি কলেজের প্রফেসার ছিলেন। ইহার দুই পুত্র জ্যেষ্ঠ অচ্যুতকুমার এবং কনিষ্ঠ অজিত কুমার।

অচ্যুতকুমার একজন প্রত্নতত্ত্ববিদ। অসহযোগ আন্দোলনের সময় ইনি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষা বর্জ্জন করিয়া ন্যাশনাল কলেজে শিক্ষিত হন। ইনি ময়ূরভঞ্জ রাজপরিবারে থাকিয়া ভারতের লুপ্ত গৌরব সমূহের উদ্ধার সাধনার্থে মনোযোগী হইয়াছেন। ১৯২৮ খৃষ্টাব্দে ইনি রিসার্চ্চ স্কলারশিপ প্রাপ্ত হন এবং রিসার্চ্চ বিষয়ক বহু প্রবন্ধ বিভিন্ন সাময়িক পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সদস্য।

অজিতকুমার বিশ্ববিদ্যালয়ের একজন কৃতী ছাত্র ছিলেন এবং এম্ এস, সি, পরীক্ষা দিবার পূর্ব্বে হঠাৎ প্লুরিসী রোগে আক্রান্ত হইয়া লোকান্তরিত হন। ইনি, ম্যাট্রিকুলেসনে, আই, এস্,সি, এবং বি, এস্, সি পরীক্ষায় প্রতিবার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়া সরকারী বৃত্তি প্রাপ্ত হন। বাল্যকাল হইতে সাহিত্যালোচনায় ইনি খুব আনন্দ উপভোগ করিতেন। ইনি গ্রামস্থ ব্যক্তিদের জলকষ্ট দেখিয়া স্বীয় স্কলারসিপের টাকার দ্বারা একটী নলকূপ খনন করাইয়া দেন। ইহার ন্যায় পরোপকারী এবং সুবিদ্বান ব্যক্তি তৎকালে হুগলী জেলায় খুবই বিরল ছিল। ইনি মৃত্যুর পূর্ব্বদিন, উহার নিকট যে স্কলারসিপের ৫০৲ (পঞ্চাশটাকা) ছিল তাহা 'চিত্তরঞ্জন সেবাসদনে' দিবার জন্য অনুরোধ করিয়া যান।*

* ইহার মৃত্যুসংবাদ ১৩ই জানুয়ারী ১৯২৯ তারিখের Liberty বঙ্গবাণী প্রভৃতি পত্রিকায় জীবনীসহ প্রকাশিত হইয়াছিল। 'কায়স্থ-পত্রিকায়'ও ইহার বিষয় লিখিত হইয়াছে—সন ১৩৪০ সাল—পৃষ্ঠা ১৬৯

মাখনলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র বীরেন্দ্র একজন সুশিক্ষিত এবং সদালাপী ব্যক্তি। ইনি নিজ অধ্যবসায়গুণে খুব উন্নতি করেন। ইনি বর্ত্তমানে ডেপুটী একাউণ্ট্যাণ্টের অফিসে 'রেকর্ড ও এসটাবলিসমেণ্ট' সুপারিণ্ট্যাণ্ডেণ্ট। ইহার দুই পুত্র, জ্যেষ্ঠ প্রতাপসিংহ এবং কনিষ্ঠ রণজিতসিংহ।

প্রতাপসিংহ একজন সহৃদয় যুবক, এবং জনহিতকর কার্য্যে অগ্রণী—বর্ত্তমানে শিক্ষার্থী; রণজিত সিংহ বিদ্যাসাগর কলেজে পাঠ করেন।

সুরেন্দ্রনাথ একজন উচ্চ শিক্ষিত, বিনয়ী ও পরোপকারী ব্যক্তি। ইনি প্রথমে ই, বি, রেলওয়েতে চাকুরী করিতেন, পরে চাকুরী ত্যাগ করিয়া ব্যবসায়াদি আরম্ভ করেন। ইনি কলিকাতার প্রসিদ্ধ কাগজ ব্যবসায়ী এস, কে, মিত্র এণ্ড সন্সের প্রতিষ্ঠাতা এবং সত্বাধিকারী। ইনি পরহিতার্থে বহু অর্থ দান করেন। ইহার ছয় পুত্র—জ্যেষ্ঠ বলাইকুমার, মধ্যম কানাই লাল, তৃতীয় শিশির কুমার, চতুর্থ কৃষ্ণপদ, পঞ্চম সুবলচন্দ্র, এবং কনিষ্ঠ খোকা।

নৃত্যগোপালের পুত্র নরেশচন্দ্র গ্রেট্ ইউরোপিয়ান ওয়ারে যান্ এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া অকালে প্রাণত্যাগ করেন।

সুরেশ একজন মিষ্টভাষী ব্যক্তি—ইনি ডি, এ, জির অফিসে কর্ম্ম করেন—ইহার তিনপুত্র জ্যেষ্ঠ মৃত্যুঞ্জয়, মধ্যম বিশ্বনাথ, এবং কনিষ্ঠ কাশীনাথ। বিশ্বনাথ অকালে গতায়ু হয়।

বেণীমাধবের জ্যেষ্ঠ পুত্র পঞ্চানন একজন উচ্চ শিক্ষিত এবং সদালাপী ব্যক্তি, ইনি স্বীয় অধ্যবসায় গুণে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন, এবং কালীঘাটে 'মিত্র-নিলয়' নামক সুবৃহৎ আবাস ভূমি নির্ম্মাণ করান। ইহার তিন পুত্র জ্যেষ্ঠ নির্ম্মল চন্দ্র, মধ্যম, মদনমোহন এবং কনিষ্ট কিরণ চন্দ্র। উহার জ্যেষ্ঠ পুত্র নির্ম্মল চন্দ্র একজন কৃতী ছাত্র ছিল, কিন্তু অকালে প্রাণত্যাগ করে। মদন এবং কিরণ বর্ত্তমানে শিক্ষার্থী।

পুলিন বিহারীর তিনপুত্র, জ্যেষ্ঠ রজনী, মধ্যম প্রভাত এবং কনিষ্ঠ প্রভাস। তন্মধ্যে প্রভাস অকালে গতাসু হয়।

পতিতপাবন গ্রেট ওয়ারে যান এবং তথা হইতে ফিরিয়া আসিয়া বর্ত্তমানে ব্যবসায়াদি করেন। ইহার এক পুত্র নাম সূর্য্যকান্ত।

হৃদয় একজন উচ্চ শিক্ষিত এবং সদালাপী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি ডি, এ, জির অফিসে কর্ম্ম করিতেন এবং বিবাহ করিবার মাত্র তিনমাস পরে অকালে পরলোক গমন করেন। ভূপেন্দ্র একজন শিক্ষার্থী।

পরমানন্দের জ্যেষ্ঠ পুত্র রাখাল, একপুত্র রাখিয়া গতাসু হন, তাহার নাম নগেন্দ্রনাথ। নগেন্দ্র একজন শিক্ষিত এবং পরোপকারী ব্যক্তি ছিলেন। ইনি কৃষ্ণলাল বসাকের ছাত্র ছিলেন এবং 'বোসেস্ সার্কাসে'র' বিখ্যাত খেলোয়াড় 'মাষ্টার মিত্র' বলিয়া খ্যাত ছিলেন। ইনি শালিকায় আবাস ভূমি নির্ম্মাণ করান এবং দুই পুত্র রাখিয়া গতাসু হন। জ্যেষ্ঠ মোহিনীমোহন এবং কনিষ্ঠ অনঙ্গমোহন।

বিশ্বম্ভর মিত্রের পুত্র রাধারমণ সংসারে উদাসীন ছিলেন বলিয়া রাধারমণের পিসতুতো ভাই বেণীমাধব বসু মল্লিক* উহার একমাত্র পুত্র আশুতোষকে লালন পালন করেন। বলা বাহুল্য বিশ্বম্ভর মিত্রই বেণীমাধবের পিতা ভৈরবচন্দ্র বসু মল্লিককে, জেজুরে স্থায়ীভাবে বসবাস করান। বেণীমাধবের চার পুত্র, রাধাগোবিন্দ, রাধাবিনোদ, রাধাশ্যাম ও রাধামাধব।

* 'কায়স্থ-পত্রিকায় ইহার বিষয় লিখিত হইয়াছিল ৩২শ বর্ষ—৫ম সংখ্যা পৃষ্ঠা ১৬৯।



শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র

আশুতোষ যেমন কৃতবিদ্য, বিনয়ী পরোপকারী, সেইরূপ একজন উচ্চ পদস্থ কর্ম্মচারী। ইনি নিজে বাল্যে পিতৃ মাতৃহীন হইয়া অপরের কাছে দারিদ্র্যের মধ্যে মানুষ হন বলিয়া—দরিদ্রের কষ্ট মনেপ্রাণে অনুভব করেন এবং তাহাদের কষ্ট নিবারণ করিতে অকাতরে অর্থ ব্যয় করেন। ইনি আজ পর্য্যন্ত বহু দরিদ্র ব্যক্তিকে চাকুরী করিয়া দিয়া দেশের সকলের কাছে ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ইনি স্বীয় অধ্যবসায় গুণে প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করেন, এবং তদীয় পিতামহ বিশ্বম্ভর মিত্রের স্মৃতি

রক্ষার্থে জেজুরে "বিশ্বম্ভর-স্মৃতিধাম" নামক একটী সুবৃহৎ বাটী নির্ম্মাণ করান এবং কালীঘাটেও "মিত্র-কটেজ" নামক স্বীয় অবাস ভূমি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ইহাদের বংশ এক পুরুষে বংশ বলিয়া খ্যাত। ইহার একপুত্র নাম সুধীর কুমার। সুধীর ব্যবসায়াদি করে।



শ্রীসুধীরকুমার মিত্র

"সুধীর কুমার* আত্মীয় পরিজনের নিকট 'বুড়ান' বলিয়া

---

* বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় কর্ত্তৃক লিখিত এবং তাঁহার অনুরোধেই পুস্তক মধ্যে সন্নিবেশিত করা হইয়াছে—গ্রন্থকার।

খ্যাত, একজন শিক্ষিত এবং সদালাপী ব্যক্তি। ইনি দেশ হিতকর সকল সদনুষ্ঠানের প্রধান উদ্যোগী। 'বাঙ্গালার শিল্প ধ্বংস', 'কৃষির অবস্থা', 'চাষীর দুরবস্থা', 'বাঙ্গলা দেশ কাহার' 'পণপ্রথা', 'বাঙ্গালার ভবিষ্যত', 'বাঙ্গালার জনবল', প্রভৃতি বিবিধ প্রবন্ধাবলী ইহার সাহিত্যানুরাগের পরিচায়ক। ইহার বহু প্রবন্ধ এবং কবিতা বিবিধ সাময়িক পত্রিকায় ইতিপূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছে। ইনি কায়স্থের ক্ষত্রিয়ত্বে সম্পূর্ণ বিশ্বাসবান এবং কায়স্থজাতির কল্যাণার্থে আত্মনিয়োগ করিয়াছেন। বিগত ৩১শে জ্যৈষ্ঠ ১৩৪০ সালে 'নায়কের' সম্পাদক ডাঃ পি, সি, গুহ রায় ইহার 'আদিশূর কায়স্থ না বৈদ্য ?' শীর্ষক প্রবন্ধের উপর মন্তব্য করিয়া লিখিয়াছিলেন......এই প্রবন্ধে তিনি আদিশূরকে কায়স্থ প্রমাণ করিবার জন্য যথাসাধ্য প্রয়াস পাইয়াছেন" সুধীর বাবুর স্বজাতি প্রীতির জন্য আমরা তাহাকে ধন্যবাদ দিতেছি।" ইনি 'মিত্র বাটী হিতকারী সমিতি' প্রতিষ্ঠা করেন এবং ইহার চেষ্টাতেই জেজুর গ্রামে সকল জাতির ও বর্ণের বালকদিগের শিক্ষার্থে 'জেজুর নৈশ বিদ্যালয়' স্থাপিত হয়। ইনি জেজুরে কংগ্রেস কমিটি স্থাপিত হইলে প্রথম সভাপতি মনোনীত হন এবং প্রাদেশিক কংগ্রেসের একজন বিশিষ্ট সভ্য ছিলেন। ইনি বঙ্গীয় বেকার যুবকসঙ্ঘের' এবং 'বাঙ্গলা বাঙ্গালীর সমিতি'র অন্যতম স্থাপনকর্ত্তা এবং ইহার পরিচালনায় বেকার যুবকগণের মুখপত্র "বুভুক্ষা" নামক একটী পাক্ষিক পত্রিকা বাহির হয়। ইনি ইতিপূর্ব্বে "মিত্র বংশাবলী" প্রকাশ করেন—এবং 'জেজুরের মিত্রবংশের' লেখক। ইনি 'কালীঘাট ছাত্র সমিতির, সম্পাদক ছিলেন এবং 'বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার' কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির ও 'কালীঘাট সত্যচরণ ইনষ্টিটিউটের' একজন হিতৈষী সভ্য।

সুধীরকুমারের একমাত্র পুত্র পঙ্কজকুমার ২০শে সেপ্টেম্বর ১৯৩১ সালে

জন্মগ্রহণ করে এবং ২৯শে অক্টোবর ১৯৩৩ সালে 'ডিপ্‌থিরিয়া' রোগে বেলিয়াঘাটায় তাহার মাতুলালয় 'অক্ষয় নিবাসে' পরলোকগমন করে।



পঙ্কজকুমার মিত্র

তাহার মৃত্যুসংবাদ সুবিখ্যাত সংবাদ সরবরাহকারী United Pressএর মারফৎ পরদিন 'Forward' 'Advance' 'Amrita Bazar Patrika, বসুমতী, আনন্দবাজার, 'হিন্দী বিশ্বামিত্র' এবং অগ্রহায়ণ মাসের

কায়স্থ পত্রিকা প্রভৃতি বহু পত্র পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। নিম্নে Forward' 'আনন্দবাজার পত্রিকা' এবং 'কায়স্থ-পত্রিকায়', যাহা বাহির হইয়াছিল তাহা মুদ্রিত হইল।

OBITUARY.

"Sreeman Pankaj Kumar Mitra the only son of Sreejut Sudhir Kumar Mitra—the wellknown Congress worker, formerly President of the Jajur Congress Committee died on Sunday the 29th October at 4. 30 A. M. at Belliaghata. We offer our sincerest condolence to Sudhir Babu, for his sad bereavement" 'Forward'. 30th October. 1933.

শোক-সংবাদ

"গত রবিবার ২৯শে অক্টোবর ভোর সাড়ে ৪টার ঘটিকার সময় বিশিষ্ট কংগ্রেসকর্ম্মী এবং জেজুর কংগ্রেস কমিটির ভূতপূর্ব্ব সভাপতি শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্রের একমাত্র পুত্র শ্রীমান পঙ্কজকুমার মিত্র মাত্র একদিনের জ্বরে পরলোকগমন করিয়াছে। আমরা সুধীর বাবু এবং তাঁহার বৃদ্ধপিতা শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র মহাশয়কে তাঁহাদের এই শোকে আন্তরিক সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

আনন্দবাজার পত্রিকা—১৫ই কার্ত্তিক ১৩৪০।

জাতীয় সংবাদ।

আমরা গভীর দুঃখের সহিত জানাইতেছি যে বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সভার সভ্য জেজুরের শ্রীযুক্ত সুধীরকুমার মিত্রের একমাত্র পুত্র শ্রীমান পঙ্কজকুমার মিত্র বিগত রবিবার ২৯শে অক্টোবর ভোর ৪॥ ঘটিকার সময় বেলিয়াঘাটায় পরলোকগমন করিয়াছে। আমরা সুধীরবাবু এবং তাঁহার বৃদ্ধপিতা শ্রীযুক্ত বাবু আশুতোষ মিত্র মহাশয়কে তাঁহাদের এই শোকে গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছি।"

'কায়স্থ-পত্রিকা'—অগ্রহায়ণ, ১৩৪০

চতুর্থ অধ্যায়

জেজুরের ইতিহাস

[কবি রাধামাধব মিত্র সন ১২৯৯ সালে তাঁহার লিখিত "তোমার কথা" নামক কবিতা পুস্তকে জেজুরের যে ইতিহাস লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন তাহা এই স্থানে উদ্ধৃত করিয়া বর্ত্তমান গ্রন্থের উপসংহার করিলাম।]

বঙ্গদেশ অন্তর্গত হুগলী জেলায়,
শত শত কত গ্রাম বলা নাহি যায়।
সে সমূহ গ্রাম মধ্যে গণ্য এক গ্রাম
'জেজুর' বলিয়া খ্যাত আছে যার নাম। ৪।
সুবিখ্যাত হুগলী শ্রীরামপুর আর—
দেওয়ানী, ফৌজদারী আদালত যার।
বন্দীপুর* ডাকঘর হরিপাল থানা
যে নদীর তীরে স্থিত সে নদীটী কানা। ৮।
অধুনা তারকেশ্বর রেলপথ যুক্ত—
হয়েছে যে ইষ্টিশান হরিপাল উক্ত,
সেই ইষ্টিশান হ'তে ক্রোশেক উত্তরে
কথিত জেজুর গ্রাম অবস্থিত করে। ১২।

* বর্ত্তমানে জেজুরে ডাকঘর হইয়াছে

জেজুরের স্থিতিকাল করিতে নির্ণয়,
চতুর্সীমাস্থিত গ্রাম বিবরিত হয় ;
উত্তরে' ময়নাপাড়া' 'জৗনপুর' 'মেশড়া',
'মাদড়া', 'মোগলপুর'. 'চেলো', 'নগ্দীপাড়া, । ১৬ ।
পশ্চিমে 'নইটী', 'সাতঘরী' 'রাইপুর',
'পানশেওলা', 'সোনাটিক্রী', আর 'অলীপুর' ।
দক্ষিণে 'কাঁকড়াজোল,' 'নারায়নপুর',
'আম্রগেছে' 'মান্নাপাড়া', 'ভগবতী' পুর। ২০ ।
পূর্ব্বে 'অঙ্কপাড়া', 'গজা', আর বন্দীপুর
'চিত্রশাল' আদি করি সহ 'লালপুর' ।
পূর্ব্বাপর জনশ্রুতি রয়েছে যেমন,
প্রথমত সেইরূপ করিব বর্ণন। ২৪ ।
জনশ্রুতি নিতান্ত যে অমূলক নয়,
মূলে তার কিছু সত্য আছয়ে নিশ্চয় ।
ধরাতলে একভাবে কিছুই না রয়,
সময়ে সময়ে ঘটে কত বিনিময় । ২৮ ।
জল হইতেছে স্থল, স্থল হয় জল,
কালেতে অচল তৃণ হ'য়ে যায় চল,
যেখানেতে নদী নাই, নদী হতে পারে
নদী মুছে কাল ক্রমে ভূমি একেবারে । ৩২ ।
নগর অরণ্য হয়—অরণ্য নগর,,
বাসস্থান মুছে—হ'তে পারে তেপান্তর ।
শ্মশান হইতে পারে রাজবাটী যথা
আবার শ্মশান যথা, রাজবাটী তথা । ৩৬ ।

পুরাকালে রাজধানী ছিল এ জেজুর,
লক্ষণে প্রমাণ করি, পারি যতদুর।
পূর্ব্বকালে জেজুরে ছিলেন এক ভূপ,
'নাগর' তাহার নাম শুনি এইরূপ। ৪০।
কোন বংশে জন্ম তাঁর, কিছুই না জানি,
অন্য জাতি নন তিনি, হিন্দু বলি মানি;
স্বাধীন কি পরাধীন, কে বলিতে পারে?
অনুমানি স্বাধীন—লক্ষণ অনুসারে। ৪৪।
রয়েছে একটি মাঠ, আজো বিদ্যমান,
এখনো গড়ের মাঠ—যার অভিধান।
গড় যদি না থাকিত, তা হ'লে যে আর,
নামটি গড়ের মাঠ হ'লো কেন বার? ৪৮।
বহুস্থানে পুষ্করিণী খনন সময়—
ইষ্টক নির্ম্মিত, রত্ন, আবিষ্কৃত হয়।
এককালে নগর যে ছিল এই স্থান,
প্রশস্ত মৃত্তিকাবৃত পথে সপ্রমাণ। ৫২।
রাজবাড়ি যথা ছিল, করি অনুমান,
হইয়াছে সেখানেতে এখন শ্মশান।
ছিল বলি তথায় নাগর রাজধাম,
হয়েছে 'নাগর-গাছি' শ্মশানের নাম। ৫৬
শ্মশানের সন্নিকট আছে যত ঠাঁই,
কতস্থানে কত চিহ্ন দেখিবারে পাই।
অনেকে মোহর টাকা, মাটির ভিতরে,
হঠাৎ পেয়েছে তথা, প্রকাশ না করে। ৬০

এখনো মৃত্তিকাবৃত কত কি যে রয়,
কে বলিতে পারে তাহা, কেহ জ্ঞাত নয়।
যথা হর্ম্ম্য অনুভূত, সে স্থানের কাছে
'রানিয়া' নামেতে এক পুষ্করিণী আছে। ৬৪।
সরসীর পূর্ব্বখণ্ড—নাই পরিসর,
হ্রাস করা হইয়াছে জানে বহুনর ;
পঙ্কোদ্ধার কালে আমি কি বলিব আর,
সকলে হেরিয়াছে অদ্ভুত ব্যাপার। ৬৮।
পুকুরের গর্ভ হ'তে পঙ্কের সহিত,
উঠিল ঠাকুর কত পাষাণ নির্ম্মিত।
চতুর্ভুজ, দ্বিভুজ দেবী দৃষ্ট হয়,
নারায়ণ মূর্ত্তি, আর শিব মূর্ত্তি রয়। ৭২।
কেহ বলে অনুভবে বুঝিয়াছি সার,
এ সব ঠাকুর ছিল নাগর রাজার।
কেহ বলে কালাপাহাড় অতি পূর্ব্বকালে,
হিন্দুদের দেব-দেবীর দুর্দ্দশা ঘটালে। ৭৬।
জেজুরে ভীষণ বেশে সে এসে নিশ্চয়,
নাক কান কেটে গেছে, ভূপে করি জয়।
অনুমান কোন মতে নহে অসঙ্গত,
সব ঠাকুরের দশা কেন এক মত। ৮০।
কালে কালে কত কি যে, হতেছে ধরায়
সম্ভব কি অসম্ভব, ভাবে বুঝা যায়।
যে 'কানা' নদীর ধারে জেজুর বিরাজে,
যারে আর নদী বলা এখন না সাজে। ৮৪।

পূর্ব্বমত গভীরতা কিছুই না রয়,
দীর্ঘ নিম্ন জলাভূমি বলিলেও হয়।
বেগবতী স্রোতস্বতী ছিল যে নিশ্চয়।
নিতান্ত সামান্য নয়, পাই পরিচয়। ৮৮।
নদীগর্ভ যে যখন করেছে খনন।
অপরূপ কত কি, হ'য়েছে বিলোকন।
তরি বা জাহাজ, ভেলা, কাষ্ঠ কত শত,
বহিস্কৃত তথা হ'তে, হয়েছে ক্রমাগত। ৯২।
হয়েছিল যখন জেজুর রাজধানী,
এই নদী বলবতী, ছিল মনে মানি।
সমীপস্থ গ্রামের অনেক অভিধান,
তাতে রাজধানী ছিল, সপ্রমাণ। ৯৬।
ভূপের যে সব চাই, থাকিলেই ভূপ, .
প্রদর্শিব গ্রামের নামেতে সেইরূপ।
'বন্দীপুর' কারাগার বুঝাবার ভাবে,
'হাতসেওলা' হাতী শাল, লোকে অনুভবে। ১০০।
'চিত্রশাল' ছবিঘর অমূলক নয়,
'নইটী' যে নবহাট কে আর না কয়?
কোন কালে রাজবাটী, পুড়িল অনলে।
লোকে 'পোড়াবাজার' অদ্যাপিও বলে। ১০৪।
হয়তো রাজার ছিল প্রকাণ্ড ভাণ্ডার,
তাইতো 'ভাণ্ডারহাটি' নাম হয় তার।
হয়তো ছাউনী ছিল মোগল বাদশার,
তাইতো 'মোগলপুর' নামটী প্রচার। ১০৮।

প্রতিষ্ঠিত ভগবতী দেবীর ভবন,
'ভগবতীপুর' নাম হয়েছে গ্রহণ ;
বড় বড় মান্য লোক, রায় বাহাদুর,
বসতি করিল বলি, নাম 'রাইপুর' । ১১২ ।
ছিল বলি নৃপতির জামাতার বাটী,
তাইতো হয়েছে নাম 'জামাই বাটী' ।
সোণার ব্যবসাস্থান, ছিল যে বলিয়া,
'সোণাটিক্রি' নাম তাই গিয়াছে হইয়া । ১১৬
রাজার বিহার তরে পুষ্প উপবন
ফুটিয়া থাকিত যথা নানা ফুলগণ ;
অলিকুল পুষ্পাসব লোভে অবিরাম,
তথায় থাকিত বলি 'অলিপুর' নাম । ১২০ ।
মান্যলোক বাসকরি থাকিত সদাই
মান্যপাড়া 'মান্নাপাড়া' নাম হয় তাই,
ছিল বলে ভূপতির বড় আম্রোদ্যান,
হইয়াছে 'আম্রগেছে' সেত আখ্যান । ১২৪ ।
জেজুর যে পূর্ব্বে ছিল রাজার ভবন,
লক্ষণেতে হ'লো প্রায় সংশয় ভঞ্জন ।
রাজধানী ছিল বটে, জানি অনুভবে
বলিতে না পারা যায় কোন কালে কবে ? ১২৮ ।
ধরাতলে চিরদিন সমান নাহি যায়,
উন্নতি অবনতি—আছে পায় পায় ।
এরূপ ব্যাপার যত, সকলি সম্ভব,
কালে ধরাতলে কিছু নহে অসম্ভব । ১৩২ ।

জেজুর নগর মুছে, হয়েছিল বন'
আবার কিছুই নাই তার নিদর্শন ;
কতদিন বনাকারে ছিল কেবা জানে,
কতশত বর্ষগত কে শুনেছে কানে ? ১৩৬ ।

শেষ

আমাদের বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস লেখা সমাপ্ত হইল। বর্ত্তমানে এই দেশের দুরবস্থা অতি শোচনীয় আকার ধারণ করিয়াছে। পূর্ব্বেকার সে শ্রী আর নাই। ভূ-সম্পত্তি অধিকাংশ প্রায়, পরহস্তে চলিয়া গিয়াছে। শিক্ষিতের সংখ্যাও পূর্ব্বাপেক্ষা কমিয়া গিয়াছে। পূর্ব্বে মিত্র-বাটীর তিনটী সদর-বাড়িতে তিন খানি দুর্গা প্রতিমার পূজা হইত এবং মিত্রদের সালিকার বাড়িতেও পূজা হইত। কিন্তু আজ পূজা হওয়া দূরে থাকুক—পূজার মণ্ডপ পর্য্যন্ত ধূলিস্যাৎ হইয়া গিয়াছে। এই বংশের ব্যক্তিগণ ইচ্ছা করিলে যে পূজা করিতে পারেন না এমত নহে—তবে পূর্ব্বের মত সরলতা ও একতা নাই। সকলেই দেশত্যাগ করিয়া সহরে বসবাস করিতেছেন। বর্ত্তমানে প্রত্যেকেই চাকুরীর উপর নির্ভর করেন। আজ সর্ব্বত্রই হতাশের ছবি—এ বংশের গৌরব রবি আর কখনও উদিত হইবে কি-না তাহা কে বলিতে পারে।